English Writing Part (With Bangla Meaning)
Item: Paragraph

1. Lockdown
2. COVID-19
3. Coronavirus
4. A School Library
5. A School Magazine
6. A Winter Morning
7. A Tea Stall
8. Physical exercise
9. Tree plantation
10. Our National Flag
11. Traffic Jam
12. Load Shedding
13. A Day Labor
14. Climate Change Paragraph
15. A street accident
16. A Railway Station
17. Environmental Pollution
18. Deforestation
19. Food Adulteration Paragraph
20. Global Warming
21. Drug Addiction
22. Bangabandhu Satellite
23. Female Education
24. The Padma Bridge
25. The Payra Bridge
26. A Village Fair
27. Importance of Reading Newspapers
28. The Importance of Learning English
29. A Visit to a Historical Place
30. A Rickshaw Puller
31. Pahela Baishakh
32. The International Mother Language Day
33. May Day
    Or, International Workers' Day
34. Importance of Sports
35. Importance of Female Education
36. Importance of Moral Values
37. Significance of Liberation War
38. The Significance of the Language
    or, Movement in Bangladesh
39. The Significance of the Cultural
    or, Heritage of Bangladesh
40. Causes of Price Hike
41. Uses and Abuses of Facebook
42. How to Prevent Heatstroke
43. Environment Pollution
44. Deforestation
45. Uses and Abuses of Mobile Phone
46. Dengue Fever
47. A Rainy Day

Lockdown

Holidays are the best time as it gives us a chance to relax and explore new things. This time holidays are different because it came in lockdown period. On these holiday I have not visited any place. I spent whole time at my home. In this vacation I played many indoor game with my younger sister. I have a craft hobby, so I made many small craft with the help of internet. I made many drawing. I also helped my mother in the household work. I arranged my room properly and also managing it till now. I have followed all Covid-19 rules at home like washing hand, drinking clean water and wearing mask. During this holidays I have taken different experience of staying home with family and I really loved it. I think it was my best time pass and I really enjoyed it.

লকডাউন

ছুটি হচ্ছে সর্বোত্তম সময় কারণ এটি আমাদের অবসর নেয়া এবং নতুন কিছু আবিষ্কার করার সুযোগ দেয়। তবে এইবারের ছুটি আলাদা কারণ এটি লকডাউনের সময়ে এসেছিল। এই ছুটিতে আমি কোনও জায়গা ঘুরিনি। আমি পুরো সময়টি আমার বাড়িতে কাটিয়েছি। এই ছুটিতে আমি আমার ছোট বোনের সাথে অনেকগুলি ঘরোয়া খেলা খেলেছি। আমার কারুকাজের শখ আছে, তাই আমি ইন্টারনেটের সহায়তায় অনেকগুলি ছোট কারুকাজ করেছি। আমি অনেক ছবি অঙ্কন করেছি। আমি আমার মাকে বাড়ির কাজেও সাহায্য করেছি।

আমি আমার ঘরটি সঠিকভাবে সাজিয়েছি এবং এখন পর্যন্ত এটি করে যাচ্ছি। আমি ঘরে থাকা অবস্থায় কোভিড -১৯ বিধি অনুসরণ করেছি; যেমন হাত ধোয়া, পরিষ্কার জল পান করা এবং মুখোশ (মাস্ক) পরা। এই ছুটির দিনে আমি পরিবারের সাথে বাড়িতে থাকার ভিন্ন অভিজ্ঞতা গ্রহণ করেছি এবং আমি সত্যিই এটি পছন্দ করেছি। আমি মনে করি এটি আমার সেরা সময় কাটানো এবং আমি সত্যিই এটি উপভোগ করেছি।

A School Library

A school library is a library where the students and teachers of a school can read and borrow books. A library satisfies our eternal knowledge of the unknown and the unseen. A library is a part and parcel of a school. It is also a store-house of knowledge. It helps a person to satisfy his thirst for knowledge. No school is complete without a library. Our school has a big library. It is situated in a separate building. The library has a good collection of different books. The library is divided into two parts. One is reading room and another is librarian room. In reading room there are some chairs, tables or benches to sit. In the librarian room there are many almirahs and shelves. Books are arranged in shelves according to subjects. We can borrow books after two weeks from the library. Because of having a good collection of books the students and the teachers of the school can read books and make notes according to their choice. In fact, we are really proud of our school library

স্কুল লাইব্রেরি (গ্রন্থাগার)

স্কুল লাইব্রেরি হচ্ছে এমন এক ধরনের লাইব্রেরি যেখানে স্কুলের শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক বই পড়তে এবং ধার নিতে পারেন। একটি লাইব্রেরি আমাদের অজানা এবং অদেখা সম্পর্কে চিরন্তন জ্ঞান পরিতৃপ্ত করে। একটি লাইব্রেরি একটি স্কুলের অবিচ্ছেদ্য। এটিকে জ্ঞানভাণ্ডার বলা হয়ে থাকে। এটি কোনও ব্যক্তিকে জ্ঞানের তৃষ্ণা মেটাতে সহায়তা করে। একটি স্কুল লাইব্রেরি ছাড়া সম্পূর্ণ হয় না। আমাদের বিদ্যালয়ে একটি বড় লাইব্রেরি রয়েছে। এটি একটি পৃথক ভবনে অবস্থিত। লাইব্রেরিতে বিভিন্ন বইয়ের একটি ভাল সংগ্রহ রয়েছে। লাইব্রেরিটি দুটি ভাগে বিভক্ত। একটি পড়ার ঘর এবং অন্যটি লাইব্রেরিয়ানের ঘর। পড়ার ঘরে কিছু চেয়ার, টেবিল বা বসার জন্য বেঞ্চ রয়েছে। লাইব্রেরিয়ান কক্ষে অনেক আলমিরাহ এবং তাক রয়েছে। বিষয়গুলো অনুযায়ী তাকগুলিতে বইয়ের ব্যবস্থা করা হয়। আমরা লাইব্রেরি থেকে দু'সপ্তাহ অন্তর বই ধার নিতে পারি। বইগুলোর ভাল সংগ্রহের কারণে শিক্ষার্থীরা এবং স্কুলের শিক্ষকরা তাদের পছন্দ অনুযায়ী বই পড়তে এবং নোট তৈরি করতে পারে। আসলে, আমরা আমাদের স্কুল লাইব্রেরিটির জন্য সত্যই গর্বিত।

A School Magazine

A school magazine is a kind of periodical publication. It is such a magazine which contains the writings of the students and the teachers of a school. It is a part and parcel of a school. Almost every well-established school publishes a school magazine every year. It reveals the creative genius of both students and teachers. To publish a magazine is not an easy task. At first, a committee is formed for publishing the magazine. Then the committee asks the learners and the teachers to send their writings. After that, the editor corrects the writings. They select the best publishable writings. A school magazine contains short stories, poems, essays, verses, jokes, riddles and other writings related to studies, sports and cultural activities of the school. It often contains album of photography. It also contains messages from the headmaster, assistant headmaster and the chairman of the school managing committee. A school magazine can play a vital role in improving the young learner's habit of reading and writing. It can develop the student's interest in literature. It enhances their imagination and develops their creative powers. It is a mirror of the school. It adds to the glory and honor of the school.

স্কুল ম্যাগাজিন (সাময়িকী)

একটি স্কুল ম্যাগাজিন এক ধরণের সাময়িকী প্রকাশনা। এটি এমন একটি ম্যাগাজিন যেখানে শিক্ষার্থী এবং স্কুলের শিক্ষকদের লেখা থাকে। এটি একটি স্কুলের অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রায় প্রতিটি সুপ্রতিষ্ঠিত স্কুল প্রতি বছর একটি স্কুল ম্যাগাজিন প্রকাশ করে। এটি ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়ের সৃজনশীল প্রতিভা প্রকাশ করে। ম্যাগাজিন প্রকাশ করা খুব সহজ কাজ নয়। প্রথমে পত্রিকাটি প্রকাশের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। তারপরে কমিটি শিখর এবং শিক্ষকদের তাদের লেখা পঠাতে বলেন। তার পরে সম্পাদক লেখাগুলি সংশোধন করেন। তারা সেরা প্রকাশযোগ্য লেখাগুলি নির্বাচন করেন। একটি স্কুল ম্যাগাজিনে ছোট ছোট গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, আয়াত, কৌতুক, ধাঁধা এবং স্কুলের পড়াশোনা, ক্রীড়া এবং সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত অন্যান্য লেখাগুলি থাকে। এটিতে প্রায়ই ফটোগ্রাফির অ্যালবাম থাকে। এটিতে প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক এবং স্কুল পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যানের দেয়া বার্তাও থাকে। একটি স্কুল ম্যাগাজিন অল্প বয়স্ক শিক্ষার্থীর পড়া এবং লেখার অভ্যাস উন্নত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। এটি সাহিত্যের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বিকাশ করতে পারে। এটি তাদের কল্পনাশক্তি বাড়ায় এবং তাদের সৃজনশীল শক্তি বিকাশ করে। এটি স্কুলের একটি দর্পণ। এটি স্কুলের গৌরব ও সম্মানকে যুক্ত করে।

A Winter Morning

There are six seasons in Bangladesh. Winter is one of them. The morning in the winter is called winter morning. A winter morning is very misty and cold. In winter dew drops on grasses and trees at night. Everything is covered with dense fog. Sometimes the fog is so dense that the sun rays cannot get through it. Everything seems to be hazy from a little distance. Birds chirping is not heard. Cows and other animals cannot come out. In winter the nights are long and the days are short. The people get up late from the bed. Then they enjoy the winter morning in many ways. They put on warm cloth, gather straws or leaves and make fire to warm themselves. Children and old people bask in the sun. Besides, the people enjoy the winter morning happily by eating various kinds of delicious cakes, date juice, breads and other items. It may be noted that the poor suffer much in winter and the rich enjoy the winter with much pleasure. In fine, in spite of having some demerits in winter it is a pleasant morning to most of the people.

একটি শীতের সকাল

বাংলাদেশে ছয়টি ঋতু রয়েছে। শীত তাদের মধ্যে অন্যতম। শীতের সকাল খুব ধোঁয়াটে এবং ঠাণ্ডা হয়। শীতের রাতে গাছে এবং ঘাসে শিশির ফোটা ঝরে। ঘন কুয়াশায় ঢাকা থাকে সব কিছু। কখনও কখনও কুয়াশা এত ঘন হয় যে সূর্যের কিরণগুলি এর মধ্য দিয়ে যেতে পারে না। কিছুটা দূর থেকে সবকিছুই অলস লাগে। এসময়ে পাখির কিচিরমিচির কথা শোনা যায় না। গরু এবং অন্যান্য প্রাণী বের হতে পারে না। শীতকালে রাতগুলি দীর্ঘ হয় এবং দিনগুলি খুব অল্প হয়। লোকজন বিছানা থেকে দেরিতে উঠে। তারপরে তারা শীতের সকালে বিভিন্ন উপায়ে উপভোগ করেন। তারা গরম কাপড় পরে, খড় বা পাতা জড়ো করে এবং নিজেকে গরম করার জন্য আগুন জ্বালায়। শিশু এবং বৃদ্ধ মানুষ রোদ পোহায়। এছাড়াও বিভিন্ন ধরণের সুস্বাদু কেক, খেজুরের রস, রুটি এবং অন্যান্য আইটেম খেয়ে মানুষ শীতের সকালে আনন্দে উপভোগ করে। এটি লক্ষণীয় যে দরিদ্ররা শীতে অনেক ক্ষতি করে এবং ধনীরা শীতকে অনেক আনন্দের সাথে উপভোগ করে। এক কথায় যদিও শীতকালের সকালের কিছু সমস্যা রয়েছে কিন্তু বেশিরভাগ মানুষের কাছে এটি একটি মনোরম সকাল।

A Tea Stall

A tea stall is a small shop where hot tea and other things are sold for the passers-by. It is a common place to all classes of people. It is usually found at the turn of the road, bus stands, railway stations, Bazar or even beside an office where the common people are available. It opens early in the morning and closes at late night. Biscuits, bread, bananas, betel leaf and different kinds of handmade snacks are available there. In a tea stall there are some benches and tables. A boy is employed in a tea stall to serve the customers. Different kind of young boys and old people come to a tea stall. Actually a tea stall is a gathering and noisy place. Those boys and people who come here usually do not leave the place immediately after taking a cup of tea. They refresh themselves with a cup. They make a storm over a cup of tea. In a tea stall they mainly talk about games and

sports, politics, and current affairs of our country. This is why it is called a Mini Sangsad (Parliament). Intact, a tea stall is n an important place of social gathering. It is also a place of charm for the common people and boys. So the popularity of a tea stall is increasing day by day.

একটি চায়ের দোকান

একটি চায়ের দোকান একটি চায়ের দোকান হচ্ছে এমন একটি ছোট দোকান যেখানে ক্রেতাদের জন্য গরম চা এবং অন্যান্য জিনিস বিক্রি করা হয়। এটি সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য একটি সাধারণ জায়গা। এটি সাধারণত রাস্তা, বাসস্ট্যান্ড, রেলস্টেশন, বাজার বা এমন একটি অফিসের পাশে পাওয়া যায় যেখানে সাধারণ মানুষের উপস্থিতী থাকে। এটি খুব ভোরে খোলে এবং গভীর রাতে বন্ধ হয়। বিস্কুট, রুটি, কলা, পান এবং বিভিন্ন ধরণের হাতে তৈরি স্ন্যাকস (হালকা নাস্তা) পাওয়া যায় সেখানে। একটি চায়ের স্টলে কিছু বেঞ্চ এবং টেবিল থাকে। একটি ছেলে ক্রেতাদের সেবা দেওয়ার জন্য চায়ের দোকানে নিযুক্ত থাকে। বিভিন্ন ধরণের তরুণ ছেলে এবং বৃদ্ধরা চায়ের দোকানে আসেন। আসলে একটি চায়ের দোকান একটি সমাবেশ এবং শব্দময় জায়গা। যার এখানে আসেন তারা সাধারণত এক কাপ চা খেয়েই দ্রুত জায়গা ত্যাগ করেন না। তারা এক কাপ দিয়ে নিজেকে সতেজ করেন। তারা এক কাপ চা নিয়ে আলোচনায় ঝড় তোলে। একটি চায়ের দোকানে তারা মূলত আমাদের দেশের খেলা এবং খেলাধুলা, রাজনীতি এবং বর্তমান বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলে। এ কারণেই এটিকে মিনি সংসদ (ছোট সংসদ) বলা হয়। একটি চা দোকান সামাজিক জমায়েতের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এটি সাধারণ মানুষ এবং ছেলেদের আকর্ষণীয় স্থান। তাই একটি চায়ের দোকানের জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে।

Physical Exercise

Physical exercise means the regular movement of the limbs of our body according to rules. It helps to develop the growth of different organs of the body properly. Without physical exercise no one can enjoy a good health. It makes a man strong and active and keeps him free from diseases. He who takes physical exercise can build up a good health. On the other hand, he who does not take physical exercise regularly cannot build up a good health. There is a proverb in English that a sound mind lives in a sound body. In order to have a sound mind in a sound body we should take physical exercise. It helps proper circulation of blood in out body and increases the power of digestion. But all sorts of exercise are not suitable for men and women of all ages. Walking is the best kind of exercise for all. Walking in the morning and evening refreshes our body and mind. There are many people who do not take physical exercise. They fall victim to many diseases. Physical exercise enables us to build a good health which is the key to success. In fact physical exercise is very essential for all. To lead a happy and healthy life we all should take regular physical exercise.

শারীরিক অনুশীলন

শারীরিক অনুশীলন মানে নিয়ম অনুসারে আমাদের দেহের অঙ্গগুলির নিয়মিত চলাচল। এটি শরীরের বিভিন্ন অঙ্গগুলির বৃদ্ধি সঠিকভাবে বিকাশ করতে সহায়তা করে। শারীরিক অনুশীলন ছাড়া কেউই ভাল স্বাস্থ্য উপভোগ করতে পারবেন না। এটি একজন মানুষকে শক্তিশালী এবং সক্রিয় করে তোলে এবং রোগ থেকে মুক্ত রাখে। যে শারীরিক অনুশীলন করে সে ভাল স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে পারে। অন্যদিকে, যে নিয়মিত শারীরিক অনুশীলন করে না সে ভাল স্বাস্থ্য তৈরি করতে পারে না। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে যে সুস্থ শরীরে একটি সুস্থ মন থাকে। সুস্থ দেহে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ার জন্য আমাদের শারীরিক অনুশীলন করা উচিত। এটি শরীরের বাইরে রক্তের সঠিক সঞ্চালনে সহায়তা করে এবং হজমের শক্তি বাড়ায়। তবে সব ধরণের ব্যায়াম সব বয়সের পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য উপযুক্ত নয়। হাঁটাচলা সবার জন্য সেরা ধরণের ব্যায়াম। সকাল-সন্ধ্যা হেঁটে আমাদের শরীর ও মনকে সতেজ করে তোলে। অনেক লোক আছেন যারা শারীরিক অনুশীলন করেন না। এরা অনেক রোগের শিকার হয়। শারীরিক অনুশীলন আমাদের একটি ভাল স্বাস্থ্য তৈরি করতে সক্ষম করে যা সাফল্যের চাবিকাঠি। আসলে শারীরিক অনুশীলন সবার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সুখী ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করার জন্য আমাদের সকলের নিয়মিত শারীরিক অনুশীলন করা উচিত।

Tree Plantation

Tree plantation means to plant trees more and more. It is also the process of planting trees .Now-a- days it has become a social movement in our country. Trees are very useful for existence. They are related deeply with our life and well-being. They are our best friends. Trees provide us shelter, food, fruits, firewood, timber and oxygen. We get vitamins from fruits. They prevent soil erosion, air pollution and floods. They also effectively prevent the spread of the desert and landslides. They help us in many ways. Human beings, birds, domestic and wild animals are dependent on trees. We all should plant and grow trees more and more to maintain ecological balance. We should take social forestry about tree plantation. We also create awareness among the whole people about tree plantation. People should plant trees all around where there is open space. Trees add to the beauty and quality of our life and living. We have to plant trees in every bare space of land, the sea beaches, the low –lying areas and the road sides. It is a matter of great sorrow that some dishonest and greedy people cut down trees on a large scale. Our government should take proper steps against them. In fact, trees are very essential for human's existence. The result of tree plantation will be positive for human being in every sphere of life. For this, we all should plant trees more and more to improve our adverse situation.

বৃক্ষরোপণ

বৃক্ষরোপণ মানে বেশি করে গাছ লাগানো। এটি গাছ লাগানোর প্রক্রিয়াও। আজকাল এটি আমাদের দেশে একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। গাছ অস্তিত্বের জন্য খুব দরকারী। তারা আমাদের জীবন এবং মঙ্গলের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। তারা আমাদের সেরা বন্ধু। গাছগুলি আমাদের আশ্রয়, খাদ্য, ফল, কাঠের কাঠ এবং অক্সিজেন সরবরাহ করে। আমরা ফল থেকে ভিটামিন পাই। তারা মাটি ক্ষয়, বায়ু দূষণ এবং বন্যা প্রতিরোধ করে। তারা কার্যকরভাবে মরুভূমি এবং ভূমিধসের বিস্তার রোধ করে। তারা আমাদের বিভিন্নভাবে সহায়তা করে। মানুষ, পাখি, গৃহপালিত এবং বন্য প্রাণী গাছের উপর নির্ভরশীল। আমাদের সকলের পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখতে আরও বেশি করে গাছ লাগানো এবং বাড়ানো উচিত। গাছ লাগানো সম্পর্কে আমাদের সামাজিক বনায়ন করা উচিত। আমরা বৃক্ষরোপণ সম্পর্কে পুরো মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করি। লোকেরা যেখানে যেখানে খোলা জায়গা রয়েছে সেখানে চারদিকে গাছ লাগানো উচিত। গাছগুলি আমাদের জীবন এবং জীবনযাত্রার সৌন্দর্য এবং মানকে যুক্ত করে। আমাদের প্রতিটি খালি জমিতে, সমুদ্র সৈকতগুলি, নীচু অঞ্চলে এবং রাস্তার ধারে গাছ লাগাতে হবে । এটি অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে কিছু অসাধু ও লোভী লোকেরা অনেক পরিমাণে গাছ কেটে দেয়। আমাদের সরকারের উচিত তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া। আসলে, গাছ মানুষের অস্তিত্বের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। গাছের চারা রোপনের ফলাফল জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষের জন্য ইতিবাচক হবে। এর জন্য আমাদের সকলের উচিত আমাদের প্রতিকূল পরিস্থিতির উন্নতি করার জন্য আরও বেশি করে গাছ লাগানো।

Coronavirus

Coronavirus disease (COVID-19) is an infectious disease caused by a newly discovered virus named coronavirus. The spreading rate of this disease is more as compared to death rate. Till now in Bangladesh, there are around 8,597 deaths due to this virus whereas the cases are around 561K. This virus mainly spreads through droplets of saliva or discharge from the nose when an infected person coughs or sneezes. The infected people will experience mild to moderate respiratory illness and recover without requiring special treatment. Older people, are more likely to develop serious illness. To protect from this virus, a person needs to washing hands with sanitizers, keeping himself clean and wearing masks at public places.

করোনাভাইরাস

করোনাভাইরাস রোগ (COVID-19) করোনাভাইরাস নামে নতুন আবিষ্কৃত ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট একটি সংক্রামক রোগ। মৃত্যুর হারের তুলনায় এই রোগের বিস্তার হার বেশি। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত এই ভাইরাসের কারণে প্রায় ৮,৫৯৭ জন মারা গেছেন, যেখানে ৫ লক্ষ ৬১ হাজার মানুষ আক্রান্ত হয়েছে। এই ভাইরাসটি সাধারণত সংক্রামিত ব্যক্তির কাশি বা হাঁচির সময় লালা বা স্রাবের ফোঁটাগুলির মাধ্যমে ছড়ায়। সংক্রামিত ব্যক্তিরা শ্বাসকষ্টের মধ্যস্থতা থেকে হালকা থেকে অসুস্থ হয়ে পড়বেন এবং বিশেষ চিকিত্সার প্রয়োজন

ছাড়াই নিরাময় হবেন। বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে গুরুতর অসুস্থতার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এই ভাইরাস থেকে রক্ষা করার জন্য, কোনও ব্যক্তিকে স্যানিটাইজারগুলির সাথে হাত ধোওয়া প্রয়োজন, নিজেকে পরিষ্কার রাখা এবং পাবলিক স্থানে মুখোশ পরানো দরকার।

Our National Flag

A national flag means a flag which a country achieves / gains by independence. It is the symbol of a nation. To gain independence a country has to struggle a lot. However, Bangladesh is an independent country. We have a national flag like other free countries. It reminds us the freedom fighters of our country who has dedicated their lives for our country. Our national flag is made by cotton or silk. Its shape is rectangular and it is 10: 6 in proportion. It may be different sizes according to its use. The flag is hoisted everyday in government buildings and educational institutions. It is hoisted everywhere in our country on 16 December, 26 March and 21 February. Our national flag has two colors- green and red. The green color is the symbol of youth and the red color is the symbol of the sacrifices of freedom fighters. We salute the national flag and respect our freedom fighters with much respect. In fact, we are really proud of it.

জাতীয় পতাকা

একটি জাতীয় পতাকা হচ্ছে এমন একটি পতাকা যা একটি দেশ স্বাধীনতার দ্বারা অর্জন করে। এটি একটি জাতির প্রতীক। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য একটি দেশকে অনেক লড়াই করতে হয়। যাই হোক, বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ। অন্যান্য স্বাধীন দেশগুলির মতো আমাদেরও জাতীয় পতাকা রয়েছে। এটি আমাদের দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যারা আমাদের দেশের জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করেছে। আমাদের জাতীয় পতাকা তুলা বা রেশম দ্বারা তৈরি। এর আকার আয়তক্ষেত্রাকার এবং এটি অনুপাতে ১০: ৬। এটির ব্যবহার অনুসারে এটি বিভিন্ন আকারের হতে পারে। সরকারী ভবন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিদিন পতাকা উত্তোলন করা হয়। এটি ১৬ ডিসেম্বর, ২৬ মার্চ এবং ২১ ফেব্রুয়ারি আমাদের দেশে সর্বত্র উত্তোলন করা হয়। আমাদের জাতীয় পতাকাটিতে দুটি বর্ণ রয়েছে - সবুজ এবং লাল। সবুজ রঙ তরুণদের প্রতীক এবং লাল রঙ মুক্তিযোদ্ধাদের ত্যাগের প্রতীক। আমরা জাতীয় পতাকাটিকে সালাম জানাই এবং আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক শ্রদ্ধার সাথে শ্রদ্ধা জানাই। আসলে, আমরা এটির জন্য সত্যই গর্বিত।

Traffic Jam

Traffic jam means a long line of different kinds of vehicles. It is a common sight in our country. It is one of the major problems of modern time. This problem is created by the rapid growth of population and the increasing number of vehicles. It occurs almost all the district towns where a lot of vehicles play everyday. Especially it occurs near bus stand, railway crossing, in front of a school or a college and turn of a road, at the junction of various roads or near a market. It occurs mainly in the morning and afternoon on working days when everyday body tries to attend office in short time or returns home as early as possible. Actually traffic jam occurs seriously at office and school time. The causes of traffic jam are many. The roads of our country are very narrow. There are many unlicensed vehicles in our country. The drivers are not willing to obey traffic rules. They want to drive according to their freedom. As a result, traffic jam is created. Traffic jam is very harmful for our life. It kills our valuable time and our works are hampered widely. It causes great sufferings to the ambulance carrying dying patients and the fire brigade vehicles. However, this problem can be solved by taking some steps. Our government should construct spacious roads. One way movement of vehicles should be introduced. Traffic rules should be imposed strictly so that the drivers are bound to obey traffic rules. Sufficient traffic police should be posted on important points. Finally unlicensed vehicles should be removed. In fact, traffic jam is very harmful for every nation. By doing the above things, we can be free from traffic jam.

যানজট

ট্র্যাফিক জ্যাম মানে বিভিন্ন ধরণের যানবাহনের দীর্ঘ লাইন। এটি আমাদের দেশে একটি সাধারণ দৃশ্য। এটি আধুনিক সময়ের অন্যতম প্রধান সমস্যা। জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি এবং যানবাহনের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা দ্বারা এই সমস্যা তৈরি হয়। এটি প্রায় সব জেলা শহরে ঘটে যেখানে প্রতিদিন প্রচুর যানবাহন চলাচল করে। বিশেষত এটি বাসস্ট্যান্ড, রেল ক্রসিং, স্কুল বা কলেজের সামনে এবং রাস্তার মোড়, বিভিন্ন রাস্তার সংযোগে বা বাজারের কাছাকাছি অবস্থিত। এটি প্রধানত কার্যদিবসে সকাল এবং বিকেলে ঘটে যখন দৈনন্দিন শরীর স্বল্প সময়ে অফিসে উপস্থিত হওয়ার চেষ্টা করে বা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়িতে ফিরে আসে। আসলে ট্র্যাফিক জ্যাম অফিস এবং স্কুলের সময় গুরুতরভাবে ঘটে। ট্র্যাফিক জ্যামের কারণ অনেক। আমাদের দেশের রাস্তাঘাট খুব সরু। আমাদের দেশে অনেক লাইসেন্সবিহীন যানবাহন রয়েছে। চালকরা ট্রাফিক নিয়ম মানতে রাজি নন। তারা তাদের স্বাধীনতা অনুযায়ী গাড়ি চালাতে চায়। ফলস্বরূপ, ট্র্যাফিক জ্যাম তৈরি হয়। ট্র্যাফিক জ্যাম আমাদের জীবনের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক। এটি আমাদের মূল্যবান সময়কে নষ্ট করে এবং আমাদের কাজগুলি ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্থ হয়। এটির ফলে মুমূর্ষু রোগীদের এবং ফায়ার ব্রিগেডের যানবাহন বহনকারী অ্যাম্বুলেন্সে চরম দুর্ভোগ পোহায়। তবে এই পদক্ষেপটি কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সমাধান করা যেতে পারে। আমাদের সরকারের উচিত প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণ করা। যানবাহনের একমুখী চলাচল চালু করা উচিত। ট্র্যাফিক নিয়ম কঠোরভাবে চাপানো উচিত যাতে চালকরা ট্রাফিক নিয়ম মানতে বাধ্য হন। গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলিতে পর্যাপ্ত ট্র্যাফিক পুলিশ নিয়োগ করতে হবে। অবশেষে লাইসেন্সবিহীন যানবাহন সরানো উচিত। আসলে, ট্র্যাফিক জ্যাম প্রতিটি জাতির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক। উপরের কাজগুলি করে আমরা ট্র্যাফিক জ্যাম থেকে মুক্ত হতে পারি।

Load Shedding

Load shedding means the discontinuity of supply of electricity for short or long time. Nowadays it has become a part of our daily life. There are many reasons for load shedding. The insufficient production of electricity is the main reason of it. Misuse and illegal connection of electricity are the other reasons of it. It occurs mostly at night because the demand of electricity is more than in the daytime. The bad effects of load shedding are beyond description. It creates problem in the socio-economic development of the country. Mills and factories, shops, hospitals etc. become paralyzed due to load shedding. The sufferings of the students know no bounds. They sit in the darkness closing their books during the load shedding. They suffer a lot of if it occurs in the time of their examination. The patients also suffer terribly because operation stops in hospitals for load shedding. Load shedding at night also encourages the thieves. However, this problem should be solved at any cost. The concerned authority must take necessary steps to stop it. More power stations should be established. Illegal connection and system loss should also be stopped. After all, there is no alternative to be conscious about the misuse of electricity.

বিদ্যুৎ বিভ্রাট

লোড শেডিং (বিদ্যুৎ বিভ্রাট) মানে স্বল্প বা দীর্ঘ সময়ের জন্য বিদ্যুত সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়া। আজকাল এটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। লোডশেডিংয়ের অনেক কারণ রয়েছে। বিদ্যুতের অপর্যাপ্ত উত্পাদন এটির মূল কারণ। বিদ্যুতের অপব্যবহার এবং অবৈধ সংযোগ এটির অন্যান্য কারণ। এটি বেশিরভাগ রাতেই ঘটে কারণ দিনের তুলনায় বিদ্যুতের চাহিদা বেশি। লোডশেডিংয়ের খারাপ প্রভাব বর্ণনার বাইরে। এটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমস্যা সৃষ্টি করে। মিল ও কল-কারখানা, দোকান, হাসপাতাল ইত্যাদি লোডশেডিংয়ের কারণে পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে পড়েছে। শিক্ষার্থীদের ভোগান্তির কোনও সীমা নেই। তারা লোডশেডিংয়ের সময় বইগুলি বন্ধ করে অন্ধকারে বসে থাকে। এটি যদি তাদের পরীক্ষার সময় ঘটে তবে তারা প্রচুর ভোগে। লোডশেডিংয়ের জন্য হাসপাতালে অপারেশন বন্ধ থাকায় রোগীরা ভয়াবহভাবে ক্ষতিগ্রস্থও হন। রাতে লোডশেডিং চোরদের উত্সাহ দেয়। তবে যে কোনও মূল্যে এই সমস্যাটি সমাধান করা উচিত। এটি বন্ধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। আরও বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা উচিত। অবৈধ সংযোগ এবং সিস্টেমের ক্ষতিও বন্ধ করা উচিত। সর্বোপরি বিদ্যুতের অপব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হওয়ার বিকল্প নেই।

COVID-19

COVID-19 is an infectious disease caused by a new element of coronavirus. CO stands for Corona, VI stands for Virus and D stands for disease. This disease was referred to as 2019 novel coronavirus. An outbreak of the novel coronavirus was first reported in December 2019 in Wuhan,

China. The virus is primarily transmitted from person to person. When and infected person cough, sneezes, or exhales, droplets are expelled and can land in another person's nose ans mouth and are inhaled into the lungs. The virus can be transmitted by an infected person without showing symptoms of illness. When a person touches an infected surface and then touches mouth, nose or eyes he is infected with coronavirus. Common sign of infection include respiratory symptoms, fever, cough, shortness of breath and breathing difficulties, repeated shaking, muscle pain, headache, sore throat and lose of sense of taste or smell. Most people infected with the COVID-19 virus experience mild to moderate respiratory illness and recover without requiring special treatment. Elderly people with high blood pressure, heart or lung disease, cancer or diabetes, appear to be more prone to severe illness. COVID-19 has spread around the world like pandemic. The pandemic is moving like a wave. Million of people around the globe die of COVID-19. Countries are racing to slow the spread of the disease by testing and tarting patients., quarantining citizens, cancelling large gathering, closing educational institutions and making people aware of health rules. COVID-19 has already created social, economic and political crises across the world. Since there is no vaccine as yet, preventive measures should be taken like wearing masks in public places, maintaining physical distance at least two meters, staying at home, avoiding close contact,washing hand up-to 20 seconds, avoiding public gathering and staying away from infected person.

কোভিড-১৯

COVID-১৯ একটি সংক্রামক রোগ যা করোনাভাইরাসের নতুন উপাদান দ্বারা সৃষ্ট। Corona থেকে CO, Virus থেকে VI এবং disease থেকে D নিয়ে এই রোগের নামকরণ করা হয়েছে। নোভেল করোনাভাইরাস রোগটি ২০১৯ সালের রোগ হিসাবে উল্লেখ করা হয়। করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে চীনের উহান শহরে। ভাইরাসটি প্রাথমিকভাবে এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে সংক্রামিত হয়। যখন কোন সংক্রামিত ব্যক্তি কাশি, হাঁচি বা শ্বাস ছাড়েন তখন ফোঁটা বের হয় এবং অন্য ব্যক্তির নাকের উত্তর মুখের মধ্যে নেমে যেতে পারে এবং বাস নেয়ার মাধ্যমে ফুসফুসে প্রবেশ করতে পারে। কোনও সংক্রামিত ব্যক্তি অসুস্থতার লক্ষণ ছাড়াও ভাইরাসটি দ্বারা সংক্রমিত হতে পারে। যখন কোনও ব্যক্তি কোনও সংক্রামিত পৃষ্ঠকে স্পর্শ করে এবং তারপরে মুখ, নাক বা চোখের ছোঁয়ায় সে করোনা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়। সংক্রমণের সাধারণ লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে শ্বাস প্রশ্বাসের লক্ষণ, জ্বর, কাশি, শ্বাসকষ্ট এবং শ্বাসকষ্ট, বারবার কাঁপুনি, পেশী ব্যথা, মাথা ব্যথা, গলা ব্যথা এবং স্বাদ বা গন্ধ অনুভূতি হ্রাস। করোনাভাইরাস দ্বারা সংক্রামিত বেশিরভাগ লোক শ্বাসকষ্টের মতো সমস্যায় ভোগেন এবং বিশেষ চিকিত্সার প্রয়োজন ছাড়াই সুস্থ হয়ে ওঠেন। উচ্চ রক্তচাপ, হার্ট বা ফুসফুসের রোগ, ক্যান্সার বা ডায়াবেটিস সহ প্রবীণরা গুরুতর অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকিতে বেশি দেখা যায়। COVID-19 মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বজুড়ে। মহামারীটি ঢেউয়ের মতো চলছে। COVID-19-এ সারা বিশ্বের কয়েক মিলিয়ন মানুষ মারা যায়। রোগীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, নাগরিকদের পৃথক রাখা, বিশাল সমাবেশ বাতিল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে এবং জনগণকে স্বাস্থ্য বিধি সম্পর্কে সচেতনের মাধ্যমে দেশগুলি এই রোগের বিস্তারকে কমিয়ে আনার জন্য দৌড়ঝাঁপ করছে। COVID-19 ইতিমধ্যে বিশ্বজুড়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সঙ্কট তৈরি করেছে। যেহেতু এখনও কোনও ভ্যাকসিন নেই, তাই সর্বজনীন স্থানে মুখোশ পরা, কমপক্ষে দুই মিটার শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা, বাড়িতে থাকা, ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এড়ানো, ২০ সেকেন্ড পর্যন্ত হাত ধোয়া, জনসমাগম এড়ানো এবং দূরে থাকার মতো প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

A Day Labor

A day labour is a person who works all day long for earning his living. He is a common figure in our society. He and his family depend on his daily income. He does not have any permanent work. He usually earns his daily living by doing hard work. He gets up early in the morning and goes out in quest of work. He does different types of jobs such as carrying bricks, wood, stones, mud and digging ponds, constructing of roads, buildings etc. He works hard from morning to evening. He gets his wages at the end of the work. Then he goes to bazar to buy his daily necessaries. He has

to work hard in various fields. He is always dependent on his employer. When he earns much money, he and his family can eat well. It is a happy day for them. If he does not find any work, he and his family have to go without food. So the life of a day labour is very miserable. Sorrows and sufferings are his constant companions. He does not know what is joy and happiness. He earns his living by working hard. Most of the time he is ill-paid and ill- treated in every sphere of his life. Infact, the services of a day laborer plays an importance role in our national life. So we should think about his rights and show respect to them.

একজন দিন মজুর

একজন দিন মজুর হলেন এমন ব্যক্তি যিনি সারা জীবন জীবিকা উপার্জনের জন্য কাজ করেন। তিনি আমাদের সমাজের একটি সাধারণ ব্যক্তিত্ব। তিনি এবং তার পরিবার তার প্রতিদিনের আয়ের উপর নির্ভর করে। তার কোনও স্থায়ী কাজ নেই। তিনি সাধারণত কঠোর পরিশ্রম করে নিজের জীবন যাপন করেন। তিনি খুব ভোরে উঠে কাজের সন্ধানে বেরিয়ে যান। তিনি বিভিন্ন ধরণের কাজ যেমন ইট, কাঠ, পাথর, কাদা এবং পুকুর খনন, রাস্তা, ভবন নির্মাণ ইত্যাদি কাজ করেন তিনি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করেন। কাজ শেষে তিনি তার মজুরি পান। তারপরে তার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে তিনি বাজারে যান। তাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। তিনি সর্বদা তার নিয়োগকর্তার উপর নির্ভরশীল। যখন তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন, তিনি এবং তাঁর পরিবার ভাল খেতে পারেন। তাদের জন্য এটি একটি আনন্দের দিন। কোনও কাজ না পেলে তাকে এবং তার পরিবারকে অনাহারে যেতে হয়। তাই এক দিনের শ্রমজীবন জীবন অত্যন্ত শোচনীয়। দুঃখ-কষ্ট তাঁর নিত্যসঙ্গী। আনন্দ-সুখ কী তা সে জানে না। তিনি কঠোর পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করেন। বেশিরভাগ সময় তিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অ-বেতনভুক্ত ও অসুখী হন। আসলে, একজন দিনমজুরের সেবা আমাদের জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । সুতরাং আমাদের উচিত তার অধিকার সম্পর্কে চিন্তা করা এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা।

Climate Change

Climate change is the changes in the earthÕs atmosphere including changes in temperature, wind patterns and rainfall. Nowadays, climate change has become a major global concern. There are many causes of climate change. The main cause is the increase of temperature due to emission of carbon gases in our atmosphere. Carbon gases are being emitted in various ways. First of all, modern people are going to be more and more machines emit hot gases in the atmosphere. Mills and factories, railway engines, buses, cars etc burn fossil fuels and emit carbon gases. It is well known that climate change has a very bad effect on our environment. Due to this change the huge ice caps of the Polar Regions are being melted and the sea levels are being risen up. Besides climate change will reduce crop production and will drastically reduce manÕs ability to work. The worst sufferer of climate change are the low- lying countries in the world that can go under water due to sea- level rise. Obviously, climate change is a great threat to Bangladesh because Bangladesh is a low- lying country and might one day go under water due to sea- level rise. It is true that in todayÕs world we cannot stop climate change, but certainly, we can minimize the change by taking some steps. We can reduce carbon gas emission by reducing the use of fossil fuels. We can make people aware about the disastrous effect of climate change and thus inspire them to act properly.

জলবায়ু পরিবর্তন

জলবায়ু পরিবর্তন হল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের পরিবর্তন যার মধ্যে তাপমাত্রা, বায়ুর ধরণ এবং বৃষ্টিপাতের পরিবর্তন। বর্তমানে, জলবায়ু পরিবর্তন একটি প্রধান বৈশ্বিক উদ্বেগ হয়ে উঠেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের অনেক কারণ রয়েছে। আমাদের বায়ুমণ্ডলে কার্বন গ্যাস নির্গমনের কারণে তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রধান কারণ। বিভিন্নভাবে কার্বন গ্যাস নির্গত হচ্ছে। প্রথমত, আধুনিক মানুষ আরও বেশি করে মেশিন বায়ুমণ্ডলে গরম গ্যাস নির্গত করতে চলেছে। কল-কারখানা, রেলওয়ে ইঞ্জিন, বাস, গাড়ি ইত্যাদি জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ায় এবং কার্বন গ্যাস নির্গত করে। এটা সর্বজনবিদিত যে জলবায়ু পরিবর্তন আমাদের পরিবেশের উপর খুব খারাপ প্রভাব ফেলে। এই পরিবর্তনের কারণে মেরু অঞ্চলের বিশাল বরফ গলিত হচ্ছে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ফসল উৎপাদন

কমে যাবে এবং মানুষের কাজ করার ক্ষমতা মারাত্মকভাবে কমে যাবে। জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে পৃথিবীর নিম্নাঞ্চলীয় দেশগুলো যারা সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে পানির নিচে চলে যেতে পারে। স্পষ্টতই, জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের জন্য একটি বড় হুমকি কারণ বাংলাদেশ একটি নিম্নভূমির দেশ এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে একদিন পানির নিচে চলে যেতে পারে। এটা সত্য যে আজকের বিশ্বে আমরা জলবায়ু পরিবর্তন রোধ করতে পারি না, তবে অবশ্যই কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিবর্তন কমিয়ে আনতে পারি। জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে আমরা কার্বন গ্যাস নির্গমন কমাতে পারি। আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের বিপর্যয়কর প্রভাব সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে পারি এবং এইভাবে তাদের সঠিকভাবে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করতে পারি।

A Street Accident

A street accident is a regular phenomenon in the streets and highways of our country. Every year it kills hundreds of lives. It brings untold suffering to the victims and their families. The injured persons lead a very miserable life. Overtaking tendency of our drivers, the bad conditions of roads, faulty, vehicles, lack of traffic rules, and regulations are the main causes of road accidents. In Bangladesh, every day we find the news about road accidents in our daily newspaper. It really makes us shocked. Last month I witnessed a very pathetic street accident. It occurred in Rokeya Sarani near Agargaon Bus Stand. I was standing on the road for my school bus. Then I saw an old man who was trying to cross the busy road. When he was crossing the road, a bus was coming towards him with great speed. The driver could not control the speedy bus and it ran over the body of the unlucky old man. The adjacent people hurried to the spot and some of them took the victim to the nearby hospital. But it was very pathetic that the doctor on duty declared him dead. Really it made me sad and I could not bear to watch the scene. I came back home with a heavy heart and I could not attend my class on that day.

সড়ক দুর্ঘটনা

সড়ক দুর্ঘটনা হল এখনকার সময়ে রাজপথগুলিতে নিয়মিত ঘটনা। প্রতি বছর এটি শত শত প্রাণহানি করে। এটি ক্ষতিগ্রস্থ এবং তাদের পরিবারগুলির জন্য অবিচ্ছিন্ন দুর্ভোগ নিয়ে আসে। আহত ব্যক্তিরা অত্যন্ত কষ্টের জীবনযাপন করেন। আমাদের ড্রাইভারদের ওভারটেকিং করার প্রবণতা, ত্রুটিপূর্ণ, যানবাহন, ট্রাফিক নিয়মের অভাব এবং নিয়মনীতিই সড়ক দুর্ঘটনার মূল কারণ। বাংলাদেশে প্রতিদিন আমাদের প্রতিদিনের সংবাদপত্রে আমরা সড়ক দুর্ঘটনার খবর পাই। এটি সত্যই আমাদের হতবাক করে দেয়। গত মাসে আমি খুব করুণ এক সড়ক দুর্ঘটনার সাক্ষী হয়েছি। আগারগাঁও বাস স্ট্যান্ডের কাছে রোকেয়া সরণিতে এটি ঘটেছিল। আমি আমার স্কুল বাসের জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। তারপরে আমি একজন বৃদ্ধকে দেখলাম যিনি ব্যস্ত রাস্তাটি অতিক্রম করার চেষ্টা করছিলেন। তিনি যখন রাস্তা পার হচ্ছিলেন, তখন একটি বাস তার দিকে খুব গতিতে এগিয়ে আসছিল। ড্রাইভার দ্রুতগতির বাসটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি এবং এটি দুর্ভাগ্য বৃদ্ধের শরীরের উপরে ছড়িয়ে পড়ে। আশেপাশের লোকজন দ্রুত ঘটনাস্থলে যায় এবং তাদের মধ্যে কয়েকজন শিকারটিকে নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যায়। তবে অত্যন্ত করুণ বিষয় ছিল যে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেছেন। সত্যিই এটি আমার দু: খিত করেছিল এবং আমি দৃশ্যটি সহ্য করতে পারছিলাম না। আমি ভারী মন নিয়ে ঘরে ফিরে এসেছি এবং সেদিন আমি আমার ক্লাসে যোগ দিতে পারিনি।

A Railway Station

A railway station stand is a place from where service trains stop and start for the passengers in a fixed time. A great number of trains touch the railway station at different hours of the day and night. It is a part and parcel of train communication of a country. From here trains go for various destinations and trains come here from different places. A railway station is a busy and noisy place. It remains crowed almost at all hours of the day. There are some ticket counters in a railway station. People are found standing to buy tickets in a long line. There are bookstalls, book-sellers and waiting rooms in a rail way station. Around a rail way station some stationary shops, restaurants, saloons, book-stalls and tea-stalls are found. Even magazines and seasonal fruits are also sold here. Besides, rickshaws, vans, auto-rickshaws are seen standing for the passengers. The passengers

wait impatiently for the trains in the rail way station. When the train reaches at the station, the place becomes very busy and noisy. At this moment some potters come out, some hawkers cry out to sell their goods and some beggars sing for begging. The passengers are found getting down from the train and getting into the train. Actually a railway station is a very noisy and dirty place. In spite of being a noisy and dirty place it helps us in many ways. In fact, it is a useful place. It plays an important role in communication of a country.

রেলস্টেশন স্টেশন

রেলস্টেশন স্ট্যান্ড এমন একটি জায়গা যেখানে থেকে পরিষেবা ট্রেনগুলি যাত্রীদের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ে থামায় এবং যাত্রা শুরু করে। দিন এবং রাতের বিভিন্ন সময়ে ট্রেন রেলস্টেশনে আসে। এটি একটি দেশের রেল যোগাযোগের অভিচ্ছেদ্য অংশ। এখান থেকে ট্রেনগুলি বিভিন্ন গন্তব্যে যায় এবং ট্রেনগুলি বিভিন্ন স্থান থেকে এখানে আসে। একটি রেলস্টেশন একটি ব্যস্ত এবং গোলমালের জায়গা। দিনের প্রায় সব সময় এটি ভিড় থাকে। রেলস্টেশনে কিছু টিকিট কাউন্টার রয়েছে। লোকেরা লম্বা লাইনে টিকিট কিনতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। রেলওয়ে স্টেশনটিতে বইয়ের দোকান, বই বিক্রেতারা এবং ওয়েটিং রুম রয়েছে। রেলপথ স্টেশনগুলির আশেপাশে কয়েকটি স্টেশনারী দোকান, রেস্তোঁরা, স্যালুন, বইয়ের স্টল এবং চা-স্টল পাওয়া যায়। এমনকি পত্রিকা এবং মৌসুমী ফলও এখানে বিক্রি হয়। এ ছাড়া রিকশা, ভ্যান, অটোরিকশা করে যাত্রীদের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। যাত্রীরা রেলপথ স্টেশনটিতে ট্রেনগুলির জন্য অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করেন। ট্রেনটি স্টেশনে পৌঁছলে জায়গাটি খুব ব্যস্ত এবং কোলাহলপূর্ণ হয়ে যায়। এই মুহূর্তে কিছু কুলি বেরিয়ে আসে, কিছু হকার তাদের পণ্য বিক্রির জন্য চিৎকার করে এবং কিছু ভিক্ষুক ভিক্ষার জন্য গান করে। যাত্রীদের ট্রেন থেকে নামতে এবং উঠতে দেখা যায়। আসলে একটি রেলস্টেশন একটি খুব গোলমাল এবং নোংরা জায়গা। শোরগোল ও নোংরা জায়গা হওয়া সত্ত্বেও এটি আমাদের বিভিন্ন উপায়ে সহায়তা করে। আসলে এটি একটি দরকারী জায়গা। এটি একটি দেশের যোগাযোগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

Environmental Pollution

Environmental Pollution means pollution which is degrading the environment. The environment is very necessary to lead a healthy life. Our environment shapes a very important aspect of human life because that is where we find the requirements of life like air, water, and food. Due to global industrialization and modernization, there has been environmental pollution. Our lifestyle has also changed. The animals are on the verge of extinct day by day. The panda, the white tiger, Albatross are now not to be seen. They are few only and if environmental pollution continues then we are going to lose our animals in a few decades. The harmful and toxic gases which release 24×7 from the factories are mixing with air, thus causing air pollution. People dump all the waste materials in the river and sea, this way the water is also getting poisoned every day. The marine species like fish, whales, and dolphins are the worst sufferers. Their valuable lives are also lost. Soil erosion is one of the causes of soil pollution. We humans can save our Earth by planting trees. If we plant trees then once again our Earth will be green. We should not cut trees also, then it will make deforestation, and the top portion of the soil will be lost.

পরিবেশ দূষণ

পরিবেশ দূষণ মানে এমন দূষণ যা পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। স্বাস্থ্যকর জীবন যাপনের জন্য পরিবেশ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের পরিবেশ মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিককে রূপ দেয় কারণ সেখানেই আমরা বাতাস, জল এবং খাদ্যের মতো জীবনের প্রয়োজনীয়তা খুঁজে পাই। বৈশ্বিক শিল্পায়ন ও আধুনিকীকরণের কারণে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। আমাদের জীবনযাত্রাও বদলেছে। পশুপাখি দিন দিন বিলুপ্তির পথে। পান্ডা, সাদা বাঘ, আলবাট্রস এখন আর দেখা যায় না। এগুলি কেবলমাত্র কয়েকটি এবং যদি পরিবেশ দূষণ অব্যাহত থাকে তবে আমরা কয়েক দশকে আমাদের প্রাণী হারাতে চলেছি। কারখানাগুলি থেকে সর্বদা নিঃসরণকারী ক্ষতিকারক এবং বিষাক্ত গ্যাসগুলি বায়ুর সাথে মিশে যাচ্ছে, ফলে বায়ু দূষণ হয়। মানুষ সমস্ত বর্জ্য পদার্থগুলি নদী এবং সমুদ্রের মধ্যে ফেলে দেয়, এভাবে প্রতিদিন পানিও বিষাক্ত হয়ে উঠছে। মাছ, তিমি এবং ডলফিনের মতো সামুদ্রিক প্রজাতিগুলি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তাদের মূল্যবান জীবনও নষ্ট হয়। মাটি দূষণের অন্যতম কারণ মাটি ক্ষয়। আমরা মানুষ গাছ লাগিয়ে আমাদের পৃথিবীকে বাঁচাতে

পারি। আমরা যদি গাছ রোপণ করি তবে আমাদের পৃথিবী আবার সবুজ হবে। আমাদেরও গাছ কাটা উচিত নয়। কারণ এটি বন উজাড়ের কারণ হবে এবং মাটির উপরের অংশটি নষ্ট হয়ে যাবে।

Dowry System

In our country, there are many kinds of unpleasant customs that are against a successful and developed nation. The most hateful system existed in our country is the dowry system. In this system spouse has to give a vast amount of gifts to her husband as dowry. Poverty is the main cause of dowry. Negative attitude towards women, dependence of women, attitude for establishment, impact of social corruption are also responsible for this social vice. We find that wives are often tortured not being capable of giving money or wealth to the husbands. We often see in the newspapers that newly married girls are tortured in all possible ways. The, impact of this system is more harmful in the remote villages of Bangladesh which are totally deprived of the touch of the touch of modernization. I think dowry system is very disgraceful. However, to eliminate this social evil, one cannot remain satisfied with mere laws or enactment of some rules. We have to change our outlook and orientation towards dowry system. Narrow mentality of the greedy people should be changed. Social awareness should be increased. WomenÕs right law should be implemented strictly. Above all, campaign against dowry is a must.

যৌতুক প্রথা

আমাদের দেশে অনেক ধরনের অপ্রীতিকর প্রথা রয়েছে যা একটি সফল ও উন্নত জাতির পরিপন্থী। আমাদের দেশে প্রচলিত সবচেয়ে ঘৃণ্য প্রথা হল যৌতুক প্রথা। এই ব্যবস্থায় স্বামীকে তার স্ত্রীকে যৌতুক হিসাবে প্রচুর পরিমাণে উপহার দিতে হয়। দারিদ্র্যই যৌতুকের প্রধান কারণ। নারীর প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, নারীর পরনির্ভরশীলতা, প্রতিষ্ঠার মনোভাব, সামাজিক দুর্নীতির প্রভাবও এই সামাজিক পাপাচারের জন্য দায়ী। আমরা দেখতে পাই যে স্বামীদের অর্থ বা সম্পদ দিতে সক্ষম না হওয়ায় স্ত্রীদের প্রায়ই নির্যাতন করা হয়। আমরা প্রায়ই খবরের কাগজে দেখি যে নববিবাহিত মেয়েরা সম্ভাব্য সকল উপায়ে নির্যাতনের শিকার হয়। আধুনিকায়নের ছোঁয়া থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে এই ব্যবস্থার প্রভাব বেশি ক্ষতিকর। আমি মনে করি যৌতুক প্রথা খুবই অসম্মানজনক। তবে এই সামাজিক কুফল দূর করার জন্য শুধু আইন বা কিছু নিয়ম প্রণয়নেই সন্তুষ্ট থাকা যায় না। যৌতুক প্রথার প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে। লোভীদের সংকীর্ণ মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে। সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে হবে। নারী অধিকার আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। সর্বোপরি যৌতুকের বিরুদ্ধে প্রচারণা আবশ্যক।

Deforestation

The importance of afforestation beggars description while deforestation is a curse. Deforestation means indiscriminate cutting down of trees. People are filling trees to meet up their needs of food and housing. To get more space for cultivation, people are clearing forests. The lucrative price of wood also allures people to cut down trees. Deforestation is a great problem in the developing countries. Trees play an important role in maintaining ecological balance by producing oxygen and taking up carbon dioxide. Due to deforestation carbon dioxide is increasing in the atmosphere. As a result, the world is becoming warmer. The sea level is rising and many parts of the world is going to be engulfed by the sea in near future. On the other hand, new areas of the world are turning into deserts as an immediate effect of deforestation. Flood, soil erosion and drought etc. are occurring frequently because of deforestation. We can take some measures to prevent deforestation. Tree plantation programme should be expanded to the remote corner of the country. Each man and each woman should plant at least a tree. The government should make T.V. and radio programme on the subject of afforestation. The common people should be informed of the danger of deforestation. In a word, our consciousness about the risk of deforestation and importance of afforestation can save country from disaster.

বন উজাড়

বনায়নের গুরুত্ব বর্ণনাতীথ হলেও বন উজাড় একটি অভিশাপ। বন উজাড় মানে নির্বিচারে গাছ কাটা। মানুষ তাদের খাদ্য ও বাসস্থানের চাহিদা মেটাতে গাছ ভরাট করছে। চাষাবাদের জন্য আরও জায়গা পেতে মানুষ জঙ্গল পরিষ্কার করছে। কাঠের লাভজনক দামও মানুষকে গাছ কাটতে প্ররোচিত করে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বন উজাড় একটি বড় সমস্যা। অক্সিজেন উৎপাদন এবং কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় গাছ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বন উজাড়র ফলে বায়ুমণ্ডলে বাড়ছে কার্বন ডাই অক্সাইড। ফলে পৃথিবী উষ্ণ হয়ে উঠছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বের অনেক অংশ সমুদ্র দ্বারা আচ্ছন্ন হতে চলেছে। অন্যদিকে, বন উজাড়ের তাৎক্ষণিক প্রভাব হিসেবে বিশ্বের নতুন নতুন এলাকাগুলো মরুভূমিতে পরিণত হচ্ছে। বন্যা, মাটি ক্ষয় এবং খরা ইত্যাদি ঘন ঘন বন উজাড়ের কারণে ঘটছে। বন উজাড় রোধে আমরা কিছু ব্যবস্থা নিতে পারি। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সম্প্রসারিত করতে হবে। প্রতিটি পুরুষ এবং প্রতিটি মহিলার অন্তত একটি গাছ লাগাতে হবে। সরকারের উচিত বনায়নের বিষয়ে টিভি ও রেডিও অনুষ্ঠান করা। বন উজাড়ের বিপদ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে জানাতে হবে। এক কথায়, বন উজাড়ের ঝুঁকি এবং বনায়নের গুরুত্ব সম্পর্কে আমাদের সচেতনতাই দেশকে দুর্যোগের হাত থেকে বাঁচাতে পারে।

Food Adulteration

Food adulteration means adding or mixing another substance to a food item in order to make more profit, preserve it for a long time or make it appealing. It reduces the actual quality of food item and causes health hazards. It is considered to be one of the major problems in our country. There is hardly any food that is not adulterated in one way or another. There are many bad impacts of adulterated food. They are generally harmful to health and cause serious health problems like digest problem, diarrhea, dysentery, cancer, kidney failure, heart problem etc. The adulterated foods are nothing but slow poison thatÕs kills people slowly. Nowadays adulteration of food in our country is so widespread that it is difficult to find a food item which is safe to eat. Milk and milk products are poorly processed, vegetables have pesticides with item, fishes are preserved with formalin and fruits are preserved with poisonous chemicals. A recent survey conducted in some areas of Dhaka city reports that 40% of 82% samples of, milk products, fish, fruits and vegetables contained DDT, Aldrin and other poisonous chemicals. It is not unknown that strict monitoring and supervision in the production process can control food adulteration to a great extent. It is not possible for Govt. alone to control the widespread adulteration of foods. General public should be aware and should boycott the product that is detected to be adulterated. Also, Govt. must enact strict laws against adulteration. Capital punishment should be ensured to the dishonest traders who are involved in food adulteration.

খাদ্যে ভেজাল

খাদ্যে ভেজাল অর্থ অধিক মুনাফা অর্জন, দীর্ঘদিন সংরক্ষণ বা আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য কোনো খাদ্যদ্রব্যে অন্য কোনো পদার্থ যোগ করা বা মেশানো। এটি খাদ্য উপকরণের প্রকৃত গুণমান হ্রাস করে এবং স্বাস্থ্যের ঝুঁকি সৃষ্টি করে। এটাকে আমাদের দেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এমন কোনো খাবার কমই আছে যা কোনো না কোনোভাবে ভেজাল নয়। ভেজাল খাবারের অনেক খারাপ প্রভাব রয়েছে। এগুলি সাধারণত স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং হজমের সমস্যা, ডায়রিয়া, আমাশয়, ক্যান্সার, কিডনি ব্যর্থতা, হার্টের সমস্যা ইত্যাদির মতো গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টি করে। ভেজাল খাবারগুলি ধীর বিষ ছাড়া আর কিছুই নয় যা মানুষকে ধীরে ধীরে হত্যা করে। আজকাল আমাদের দেশে খাদ্যে ভেজাল এতই ব্যাপক যে, নিরাপদে খাওয়ার মতো কোনো খাদ্যদ্রব্য খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য খুব খারাপভাবে প্রক্রিয়াজাত করা হয়, শাকসবজিতে কীটনাশক থাকে, মাছে ফরমালিন থাকে এবং ফল বিষাক্ত রাসায়নিক দিয়ে সংরক্ষণ করা হয়। ঢাকা শহরের কিছু এলাকায় পরিচালিত একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষা রিপোর্ট করেছে যে দুধজাত দ্রব্য, মাছ, ফল ও শাকসবজির ৮২% নমুনার ৪০% এর মধ্যে ডিডিটি, অলড্রিন এবং অন্যান্য বিষাক্ত রাসায়নিক রয়েছে। এটা অজানা নয় যে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কঠোর নজরদারি ও তদারকি খাদ্যে ভেজাল অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। খাদ্যে ব্যাপক ভেজাল নিয়ন্ত্রণে একাই। সাধারণ জনগণকে সচেতন হতে হবে এবং ভেজাল ধরা পড়ে এমন পণ্য বর্জন করতে হবে। এছাড়াও, সরকার ভেজালের বিরুদ্ধে কঠোর আইন করতে হবে। খাদ্যে ভেজালের সঙ্গে জড়িত অসাধু ব্যবসায়ীদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

Global Warming

The rise in atmospheric temperature is known as the greenhouse effect. Greenhouse effect is a main problem for the people living in south Asia. In the western cold countries vegetables are grown in glasses so that cold air cannot harm them. To keep the atmosphere warm systems are kept inside the glass circled area. Our atmosphere is guarded by the ozone layer which resists the entrance of ultra violet rays from the sun. But deforestation across the world and the increasing number of engine vehicles are increasing the amount of Carbon dioxide gas in the atmosphere. The heat of the sun is directly entering into the atmosphere of the earth. So the atmosphere of the earth is becoming hotter day by day. So the ice in the Polar Regions is also melting and if the process for the long time the layer of water in the oceans will rise and thereby flood coastal areas and farmlands will go under water. The alarming news about Bangladesh is that for the rise of the rise of the sea level, the lower southern part of the country may one day go under water. Climatologists predict that mid- way through, the next country, temperatures may have risen by as much as 4 °C. This could catastrophically reduce mankindÕs ability to grow food, destroy or severely damage wildlife and wilderness. So deliberate cutting down of forests must be stopped. Tree plantation programme must be made more popular. Sources of emitting carbon dioxide and carbon monoxide should be controlled.

বিশ্ব উষ্ণায়ন

বায়ুমণ্ডলীয় তাপমাত্রা বৃদ্ধি গ্রীন হাউস প্রভাব নামে পরিচিত। গ্রীনহাউসের প্রভাব দক্ষিণ এশিয়ায় বসবাসকারী মানুষের জন্য একটি প্রধান সমস্যা। পশ্চিমা শীতল দেশগুলোতে সবজি কাঁচের মধ্যে জন্মানো হয় যাতে ঠাণ্ডা বাতাস তাদের ক্ষতি করতে না পারে। বায়ুমণ্ডল উষ্ণ রাখার জন্য কাঁচের বৃত্তাকার জায়গার ভিতরে সিস্টেমগুলি রাখা হয়। আমাদের বায়ুমণ্ডল ওজোন স্তর দ্বারা সুরক্ষিত থাকে যা সূর্য থেকে অতি বেগুনি রশ্মির প্রবেশকে প্রতিরোধ করে। কিন্তু বিশ্বজুড়ে বন উজাড় এবং ইঞ্জিনবাহী গাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ বাড়ছে। সূর্যের তাপ সরাসরি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করছে। তাই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল দিন দিন উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। তাই মেরু অঞ্চলের বরফও গলে যাচ্ছে এবং দীর্ঘ সময় ধরে এ প্রক্রিয়া চলতে থাকলে সমুদ্রে পানির স্তর বাড়বে এবং এর ফলে উপকূলীয় এলাকা এবং কৃষি জমি প্লাবিত হবে। বাংলাদেশ নিয়ে উদ্বেগজনক খবর হলো, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের নিম্নাঞ্চল একদিন পানির নিচে চলে যেতে পারে। জলবায়ু বিশেষজ্ঞরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে মাঝপথে, পরবর্তী দেশে, তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যেতে পারে। এটি বিপর্যয়মূলকভাবে মানবজাতির খাদ্য বৃদ্ধির ক্ষমতা হ্রাস করতে পারে, বন্যপ্রাণী এবং মরুভূমিকে ধ্বংস করতে বা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। তাই ইচ্ছাকৃতভাবে বন কাটা বন্ধ করতে হবে। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিকে আরও জনপ্রিয় করতে হবে। কার্বন ডাই অক্সাইড এবং কার্বন মনোক্সাইড নির্গমনের উৎস নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।

Drug Addiction

Drug addiction means excessive attraction to illegal hard substance or drug such as heroin, cocaine, marijuana etc. is called drug addiction. Drug addiction is curse of modern civilization. It is now a global problem. Frustration, family conflict, rejection of love are the causes of this addiction. When there is no hope left for the young people, they become addicted to drug. The drugs are very expensive. Young boys cannot afford to buy them. In order to arrange money, they have to commit many kinds of social crimes like hijacking, looting, plundering, killing etc. Drug addiction has a terrible effect on human body. People feel drowsy and lose appetite. The poisonous effect of drug is dangerous. It may damage the brain and all internal functions of the body. The treatment of the drug addicts is expensive and difficult. In Bangladesh the drug problem has become so acute. Thousands of families in cities, towns and even rural areas are directly or indirectly affected by it. Recently, Bangladesh is often used by the international drug smugglers as transit of transmission of drug from one country to another. The remedy for drug addiction is not very easy. All concerned must create awareness at personal and family levels against the dangerous impact of drug addiction

among the youth. When each and every person is sincere to drive this curse of drug addiction from the society, the human beings can get rid of it.

মাদকাসক্তি

মাদকাসক্তি মানে হেরোইন, কোকেন, মারিজুয়ানা প্রভৃতি অবৈধ শক্ত পদার্থ বা মাদকের প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণকে বোঝায়। মাদকাসক্তি আধুনিক সভ্যতার অভিশাপ। এটি এখন একটি বৈশ্বিক সমস্যা। হতাশা, পারিবারিক দ্বন্দ্ব, প্রেম প্রত্যাখ্যান এই আসক্তির কারণ। তরুণ-তরুণীদের যখন কোনো আশা-ভরসা অবশিষ্ট থাকে না, তখন তারা মাদকে আসক্ত হয়ে পড়ে। ওষুধের দাম অনেক। অল্পবয়সী ছেলেরা এগুলো কেনার সামর্থ্য রাখে না। অর্থের ব্যবস্থা করার জন্য তাদের ছিনতাই, লুটপাট, লুণ্ঠন, হত্যা ইত্যাদি নানা ধরনের সামাজিক অপরাধ করতে হয়। মাদকাসক্তি মানবদেহে ভয়াবহ প্রভাব ফেলে। মানুষ তন্দ্রা অনুভব করে এবং ক্ষুধা হারায়। ওষুধের বিষাক্ত প্রভাব বিপজ্জনক। এটি মস্তিষ্ক এবং শরীরের সমস্ত অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ব্যয়বহুল ও কঠিন। বাংলাদেশে মাদক সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। শহর, নগর এমনকি গ্রামাঞ্চলের হাজার হাজার পরিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক মাদক চোরাচালানকারীরা প্রায়ই বাংলাদেশকে এক দেশ থেকে অন্য দেশে মাদক পরিবহনের ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহার করে। মাদকাসক্তির প্রতিকার খুব সহজ নয়। তরুণদের মধ্যে মাদকাসক্তির বিপজ্জনক প্রভাবের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে সংশ্লিষ্ট সকলকে। সমাজ থেকে মাদকাসক্তির এই অভিশাপ তাড়ানোর জন্য প্রতিটি মানুষ আন্তরিক হলেই মানুষ এর থেকে মুক্তি পেতে পারে।

Bangabandhu Satellite

The launching of a satellite called Bangabandhu Satellite- 1 into the earthÕs orbit on the 12th of May, 2018 adds a new feather to the crown of Bangladesh as a nation in the world map. This is the first Bangladeshi geostationary communication satellite that makes a room for Bangladesh in the space. Bangladesh took all kinds technical support for manufacturing and launching of the satellite from other countries. Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BTRC) under direct supervision of the government worked hard to implement the satellite- sending project. On behalf of Bangladesh. BTRC awarded the satellite contract to European satellite manufacturer Thales Alenia Space to construct the satellite, build ground infrastructure for the operation, training of resources and provisioning of a launch vehicle for $248 million. The initial delivery vehicle of Bangabandhu Satellite- 1 was supposed to be ArianespaceÕs Ariane 5 rocket. But it had a long queue time and Bangladesh wanted to put up the satellite on December 16, 2017. But due to several technical delays the final launch happened on May 12, 2018 (GMT+6) from the historic Complex 39A at NASA's Kennedy space Centre. SpaceX, a commercial space delivery startup owned by Elon Musk, using their Falcon 9 Block 5, the most high- tech rocket, embarked upon a journey that will be retold by generations to come in Bangladesh. Bangabandhu Satellite-1 is now expected to operate Direct to Home (DTH) service for TV channels, VSAT, backhaul and trunking, network restoration, disaster preparedness and relief. As of now, Bangladesh rents all these services from satellite services provides in the region. It nearly costs around $14million per year. Now Bangladesh can save the amount and rent out the excess capacity to the other countries in the region and earn up to $50 million per year.

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট

২০১৮ সালের ১২ই মে পৃথিবীর কক্ষপথে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট- ১ নামক একটি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ বিশ্বের মানচিত্রে জাতি হিসাবে বাংলাদেশের মুকুটে একটি নতুন পালক যুক্ত করেছে। এটিই প্রথম বাংলাদেশি জিওস্টেশনারি কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট যা মহাকাশে বাংলাদেশের জন্য একটি জায়গা তৈরি করে। বাংলাদেশ অন্যান্য দেশ থেকে স্যাটেলাইট তৈরি ও উৎক্ষেপণের জন্য সব ধরনের প্রযুক্তিগত সহায়তা নিয়েছে। সরকারের সরাসরি তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন (বিটিআরসি) স্যাটেলাইট পাঠানোর প্রকল্প বাস্তবায়নে কঠোর পরিশ্রম করেছে। বাংলাদেশের পক্ষে ড. স্যাটেলাইট নির্মাণ, অপারেশনের জন্য গ্রাউন্ড অবকাঠামো নির্মাণ, সম্পদের প্রশিক্ষণ এবং ২৪৮ মিলিয়ন ডলারে একটি লঞ্চ ভেহিকলের ব্যবস্থা করার জন্য বিটিআরসি ইউরোপীয়

স্যাটেলাইট নির্মাতা থ্যালেস অ্যালেনিয়া স্পেসকে স্যাটেলাইট চুক্তি প্রদান করে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর প্রাথমিক ডেলিভারি ভেহিকেল হওয়ার কথা ছিল আরিয়ানস্পেসের আরিয়ান ৫ রকেট। কিন্তু এতে দীর্ঘ সারি ছিল এবং বাংলাদেশ ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৭-এ স্যাটেলাইটটি স্থাপন করতে চেয়েছিল। কিন্তু বেশ কিছু প্রযুক্তিগত বিলম্বের কারণে চূড়ান্ত উৎক্ষেপণটি ১২ মে, ২০১৮ (GMT+6) ঐতিহাসিক কমপ্লেক্স 39A থেকে NASA-এর কেনেডি মহাকাশে হয়েছিল। কেন্দ্র স্পেসএক্স, এলন মাস্কের মালিকানাধীন একটি বাণিজ্যিক স্পেস ডেলিভারি স্টার্টআপ, তাদের ফ্যালকন 9 e-K 5, সবচেয়ে উচ্চ প্রযুক্তির রকেট ব্যবহার করে, এমন একটি যাত্রা শুরু করেছে যা বাংলাদেশে আগত প্রজন্মের দ্বারা পুনরায় বলা হবে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট- ১ এখন টিভি চ্যানেল, ভিস্যাট, ব্যাকহল এবং ট্রাঙ্কিং, নেটওয়ার্ক পুনরুদ্ধার, দুর্যোগ প্রস্তুতি এবং ত্রাণের জন্য সরাসরি হোম (ডিটিএইচ) পরিষেবা পরিচালনা করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ এই অঞ্চলে স্যাটেলাইট পরিষেবাগুলি থেকে এই সমস্ত পরিষেবা ভাড়া নেয়। এটি প্রতি বছর প্রায় ১৪ মিলিয়ন ডলার খরচ করে। এখন বাংলাদেশ এই পরিমাণ সঞ্চয় করতে পারে এবং অতিরিক্ত ক্ষমতা অঞ্চলের অন্যান্য দেশকে ভাড়া দিতে পারে এবং প্রতি বছর ৫০ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত আয় করতে পারে।

Female Education

The prosperity of a country mainly depends on the education of her population. About 50% the total population of our country is female. A country can't expect her prosperity avoiding this large part of population. So, female education is a must. It is the pre- condition of the overall development of our country. But it is a matter of great regret that the condition of female condition in our country is not so satisfactory. Female education improves health and nutritional status of the country. It also reduces population growth, increases economic productivity and sustains the development efforts. In fact, its importance can't be described in words. Truly speaking, poverty is the main barrier on the way of female education. Early marriage is also another barrier on the way of female education. Besides, religious misinterpretation, social prejudices and customs, discriminatory attitudes towards girls, wrong idea about female education etc. are also the reasons behind these barriers. Because of these barriers, female education is greatly hampered and the female population suffer in the long run. However, this problem canÕt be solved overnight. For this, our outlook towards the girls should be changed. To encourage female education, our govt has already taken some steps like giving stipends to girls, recruiting more female teachers, making female education free up to higher secondary level etc. however, no girls should be married off before 18 and minimum education must be ensured. Above all, all necessary steps should also be taken to encourage female education for the greater welfare of the nation.

নারীশিক্ষা

একটি দেশের সমৃদ্ধি মূলত তার জনসংখ্যার শিক্ষার উপর নির্ভর করে। আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫০% নারী। একটি দেশ জনসংখ্যার এই বিশাল অংশকে এড়িয়ে তার সমৃদ্ধি আশা করতে পারে না। তাই নারী শিক্ষা অপরিহার্য। এটা আমাদের দেশের সার্বিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে আমাদের দেশে নারীদের অবস্থা তেমন সন্তোষজনক নয়। নারী শিক্ষা দেশের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির অবস্থার উন্নতি ঘটায়। এটি জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস করে, অর্থনৈতিক উত্পাদনশীলতা বাড়ায় এবং উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে টিকিয়ে রাখে। আসলে এর গুরুত্ব ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সত্যি বলতে। নারী শিক্ষার পথে দারিদ্র্যই প্রধান বাধা। বাল্যবিবাহও নারী শিক্ষার পথে আরেকটি বাধা। এছাড়া ধর্মীয় অপব্যাখ্যা, সামাজিক কুসংস্কার ও প্রথা, মেয়েদের প্রতি বৈষম্যমূলক মনোভাব, নারী শিক্ষা সম্পর্কে ভুল ধারণা ইত্যাদিও এসব বাধার পেছনের কারণ। এসব বাধার কারণে নারী শিক্ষা ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয় এবং নারী জনগোষ্ঠী দীর্ঘমেয়াদে ভোগান্তির শিকার হয়। যাই হোক, এই সমস্যা রাতারাতি সমাধান করা যাবে না। এ জন্য মেয়েদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে। নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করতে আমাদের সরকার মেয়েদের উপবৃত্তি প্রদান, আরও মহিলা শিক্ষক নিয়োগ, উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত মহিলা শিক্ষা বিনামূল্যে করা ইত্যাদির মতো কিছু পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই নিয়েছে। তবে, ১৮ বছরের আগে কোনও মেয়ের বিয়ে দেওয়া উচিত নয় এবং ন্যূনতম শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। সর্বোপরি, জাতির বৃহত্তর কল্যাণের জন্য নারী শিক্ষাকে উত্সাহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপও নিতে হবে।

Padma Bridge

The longest bridge in Bangladesh is the Padma Multipurpose Bridge. This dream Padma Bridge is the biggest project implemented by Bangladesh without any foreign aid. It is the largest project in the country and will be the longest bridge in the country after construction. The bridge is being constructed with concrete and steel. The length of the main bridge is 6.15 km and the width is 16.10 m. The bridge connecting Mawa in Munshiganj district to Jajira in Shariatpur district has two layers. It has a four-lane road at the top and a railway at the bottom. The Padma Bridge will be used for rail, gas, power lines and fiber optic cable expansion in the future. The complete design of the Padma Multipurpose Bridge was formed by a team of international and national consultants led by ECOM. A company called China Major Bridge, a subsidiary of China Railway Group Limited, has been contracted to build the bridge. Construction began on December 6, 2014, and by November 2020, 92% of the bridge was completed. According to China Major Bridge Engineering Company, the contractor constructing the Padma Bridge, the Padma Bridge will be ready for traffic by April 2022. The project will directly benefit more than 30 million people (44,000 sq km which is 29% of the total area of Bangladesh). Completion of this bridge at a cost of over Tk 30,000 crore will make a significant contribution to the social, economic and industrial development of the southern part of Bangladesh. The bridge will play an important role in regional connectivity between Asia and Southeast Asia. The Padma Bridge, the dream of the people of Bangladesh, is on the way to be realized today. Although the World Bank and donors withdrew due to allegations of corruption, the Bangladesh government did not back down. The government decided to build the bridge with its own funds and the work is progressing accordingly. Work on the Padma Bridge is progressing at a normal pace. Everyone concerned is hoping that the construction work of the bridge will be completed within the stipulated time.

পদ্মা সেতু

বাংলাদেশের দীর্ঘতম সেতু পদ্মা বহুমুখী সেতু। কোনরূপ বৈদেশিক সাহায্য ছাড়াই বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত সর্ববৃহৎ প্রকল্প এই স্বপ্নের পদ্মা সেতু। এটা দেশের বৃহত্তম প্রকল্প এবং নির্মাণপরবর্তী সময়ে এটা হবে দেশের সর্ববৃহৎ সেতু। সেতুটি নির্মিত হচ্ছে কংক্রিট ও স্টিল দিয়ে। মূল সেতুর দৈর্ঘ্য ৬.১৫ কি.মি এবং প্রস্থে ১৮.১০ মিটার। মুন্সিগঞ্জ জেলার মাওয়া থেকে শরীয়তপুর জেলার জাজিরা পর্যন্ত সংযুক্ত এই সেতুটি দুই স্তর বিশিষ্ট। এর উপরের স্তরে রয়েছে চার লেনের সড়ক পথ এবং নিচের স্তরে একটি রেলপথ। পদ্মা সেতুকে ভবিষ্যতে রেল, গ্যাস, বৈদ্যুতিক লাইন এবং ফাইবার অপটিক কেবল সম্প্রসারণের কাজে ব্যবহার করা হবে। পদ্মা বহুমুখী সেতুর সম্পূর্ণ নকশা এইসিওএমের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরামর্শকদের নিয়ে গঠিত একটি দল তৈরি করে। সেতুটি তৈরির জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে চায়না রেলওয়ে গ্রুপ লিমিটেড এর আওতাধীন চায়না মেজর ব্রীজ নামক একটি কোম্পানী। এর নির্মাণ কাজ শুরু হয় ৭ ডিসেম্বর ২০১৪ এবং ২০২০ সালের নভেম্বর পর্যন্ত সেতুটির ৯২% কাজ শেষ হয়। পদ্মা সেতু নির্মাণকারী ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান চায়না মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি জানিয়েছে, পদ্মা সেতু যান চলাচলের উপযোগী হতে ২০২২ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত লেগে যাবে। প্রকল্পটির ফলে প্রত্যক্ষভাবে (৪৪,০০০ বর্গ কিঃমিঃ যা বাংলাদেশের মোট আয়তনের ২৯% অঞ্চল) ৩ কোটিরও অধিক জনগণ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হবে। ৩০ হাজার কোটি টাকারও অধিক ব্যয়ে এই সেতুটি নির্মাণ সম্পন্ন হলে তা বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিল্প বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই সেতু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশের মানুষের স্বপ্নের পদ্মাসেতু আজ বাস্তবায়িত হওয়ার পথে। দুর্নীতির ষড়যন্ত্রের অভিযোগে বিশ্বব্যাংক ও দাতাগোষ্ঠী সরে গেলেও বাংলাদেশ সরকার পিছু হটেনি। সরকার নিজস্ব অর্থায়নে এ সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয় আর সে অনুযায়ী কাজও এগিয়ে চলেছে। পদ্মাসেতুর কাজ স্বাভাবিক গতিতেই এগিয়ে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সবাই আশা করছেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সেতু নির্মাণের কাজ শেষ হবে।

Payra Bridge

Payra Bridge is a road bridge in Bangladesh that is built over the Payra river, Patuakhali. It is also known as Lebukhali Bridge among the local people. The Payra Bridge was built on the Dhaka-Barisal-Patuakhali-Kuakata Highway in the Lebukhali area of Dumki Upazila in Patuakhali. The length of the bridge is about 1,480 meters. The construction of the bridge cost around Tk 1.5 crore

which took about 9 years to implement. Payra Bridge is one of the modern installations in Bangladesh. It has a solar power system, which facilitates bridge crossings at night. There is also technology used to signal the bridge before it is damaged by lightning, earthquakes and other natural disasters. The bridge was originally built to connect Barisal and Patuakhali, two southern districts of Bangladesh. The construction of the bridge eliminates the need for ferry crossing on the 111.5 km journey from Barisal to Kuakata. Besides, this bridge is playing an important role in connecting the roads between Patuakhali and the capital Dhaka.

পায়রা সেতু

পায়রা সেতু বাংলাদেশের একটি সড়ক সেতু যা পায়রা নদীর ওপর নির্মাণ করা হয়। এটি লেবুখালি সেতু নামেও স্থানীয়দের মাঝে পরিচিত। ঢাকা-বরিশাল-পটুয়াখালী-কুয়াকাটা মহাসড়কের পটুয়াখালীর দুমকি উপজেলার লেবুখালী এলাকার পায়রা নদীর ওপর নির্মাণ করা হয় পায়রা সেতু। দীর্ঘ এ সেতুটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১,৪৭০ মিটার। সেতুটি নির্মাণে প্রায় ১.৫ কোটি টাকা ব্যয় হয় যা বাস্তবায়নে প্রায় ৯ বছর সময় লাগে। পায়রা সেতু বাংলাদেশের অন্যতম একটি আধুনিক স্থাপনা। এতে রয়েছে সৌর বিদ্যুতের ব্যবস্থা, যা রাতে সেতু পারাপারকারীদের সুবিধা দিয়ে থাকে। এছাড়াও এখানে এমন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে, যা সেতুটি বজ্রপাত, ভূমিকম্পসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আগেই সংকেত দেবে। মূলত বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের দুই জেলা বরিশাল ও পটুয়াখালীর মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য সেতুটি নির্মাণ করা হয়। সেতুটি নির্মিত হওয়ার ফলে বরিশাল থেকে কুয়াকাটা পর্যন্ত ১১১.৫ কিলোমিটার যাত্রাপথে ফেরি পারাপারের প্রয়োজন সমাপ্ত হয়। পাশাপাশি পটুয়াখালী ও রাজধানী ঢাকার মধ্যে সড়ক সংযোগে এই সেতুটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

The Importance of Learning English

The importance of English cannot be described in words. It is the language used all over the world. That means it is an international language. We need English for our higher education. All books on higher education are written in English. These books help us to acquire knowledge. Besides the knowledge of modern science and technology is available in English. Today more than 80% of all the information in the world's computers is in English. So if we do not know English, we will not be able to keep pace with the present world. So, we should be very careful to learn English from now on. Our English textbook can help a lot in this regard. Because, it has been developed to attain competency in all four language skills, i.e. listening, speaking, reading and writing. We also cannot deny the necessity of grammar in learning English as it helps us to use the language accurately. Today organizations need employees who can speak and write a standard form of English. So it helps us to get a good job and to earn more money. Moreover, to communicate with foreign countries and to run foreign business, English is essential. From this, we can say that we need to learn English for the progress of our individual as well as our national life.

ইংরেজি শেখার গুরুত্ব

ইংরেজির গুরুত্ব ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না। এটি সারা বিশ্বে ব্যবহৃত ভাষা। অর্থাৎ এটি একটি আন্তর্জাতিক ভাষা। আমাদের উচ্চশিক্ষার জন্য ইংরেজি দরকার। উচ্চশিক্ষার সব বই ইংরেজিতে লেখা। এই বইগুলো আমাদের জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করে। এছাড়া আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জ্ঞান ইংরেজিতে পাওয়া যায়। বর্তমানে বিশ্বের কম্পিউটারের ৮০% এরও বেশি তথ্য ইংরেজিতে রয়েছে। তাই ইংরেজি না জানলে আমরা বর্তমান বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারব না। তাই, এখন থেকে ইংরেজি শেখার ব্যাপারে আমাদের খুব সতর্ক হওয়া উচিত। আমাদের ইংরেজি পাঠ্যপুস্তক এক্ষেত্রে অনেক সাহায্য করতে পারে। কারণ, এটি ভাষার চারটি দক্ষতা অর্জনের জন্য তৈরি করা হয়েছে, অর্থাৎ শোনা, বলা, পড়া এবং লেখা। আমরা ইংরেজি শেখার ক্ষেত্রে ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতে পারি না কারণ এটি আমাদের সঠিকভাবে ভাষা ব্যবহার করতে সহায়তা করে। আজ বিভিন্ন সংস্থাগুলির এমন কর্মচারীদের প্রয়োজন যারা ইংরেজিতে ভালো বলতে এবং লিখতে পারে। সুতরাং এটি আমাদের একটি ভাল চাকরি পেতে এবং আরও অর্থ উপার্জন করতে সহায়তা করে। তাছাড়া বিদেশের সাথে যোগাযোগ এবং বিদেশী ব্যবসা পরিচালনার জন্য ইংরেজি অপরিহার্য। এ থেকে আমরা বলতে পারি যে আমাদের ব্যক্তিজীবনের পাশাপাশি আমাদের জাতীয় জীবনের উন্নতির জন্য ইংরেজি শেখা দরকার।

A Village Fair

A village fair is an occasion of the village people to enjoy a public gathering. It is one of the most important events for the villagers. The fair is held on a specific occasion including Pahela Baishakh, Chaittro Sangkranti, Eid, Durga Puja, etc. The village fair is organised by a village committee. The committee organises the fair at an open field. Hundreds of stalls and make-shift shops of various items are installed at the fair. Children wait for a long time for the fair. They count down the days and make a list of buying goods from the fair. Different forms of entertainments including circus show, cock fight, magic show, jatra, puppet show amuse the villagers. Men, women and children of all ages gather and buy many fancy things for their household purposes. They also arrange for a family get-together and invite their relatives centering the event. The fair brings much pleasure to the villagers and gives them relaxed. But some evil practices including gambling in the fair must be discouraged.

একটি গ্রাম্য মেলা

গ্রাম্য মেলা হল গ্রামের মানুষের জনসমাগম উপভোগ করার উপলক্ষ। গ্রামবাসীদের কাছে এটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আয়োজন। মেলাটি পহেলা বৈশাখ, চৈত্রসংক্রান্তি, ঈদ, দুর্গাপূজা প্রভৃতি একটি নির্দিষ্ট উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামীণ মেলার আয়োজন করে একটি গ্রাম কমিটি। কমিটি খোলা মাঠে মেলার আয়োজন করে। মেলায় বিভিন্ন জিনিসের শতাধিক স্টল ও হস্তশিল্পের দোকান বসানো হয়। মেলার জন্য শিশুরা দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে। তারা দিন গুনে মেলা থেকে পণ্য কেনার তালিকা তৈরি করে। সার্কাস শো, মোরগের লড়াই, ম্যাজিক শো, যাত্রা, পুতুল নাচসহ বিভিন্ন ধরনের বিনোদন গ্রামবাসীদের আনন্দ দেয়। সব বয়সের পুরুষ, মহিলা এবং শিশুরা জড়ো হয় এবং তাদের গৃহস্থালির উদ্দেশ্যে অনেক অভিনব জিনিস কিনে থাকে। তারা একটি পারিবারিক মিলন মেলার ব্যবস্থাও করে এবং এই আয়োজনকে কেন্দ্র করে তাদের আত্মীয়দের আমন্ত্রণ জানায়। মেলা গ্রামবাসীদের জন্য অনেক আনন্দ নিয়ে আসে এবং তাদের স্বস্তি দেয়। তবে মেলায় জুয়া খেলাসহ কিছু কুপ্রথা নিরুৎসাহিত করতে হবে।

Importance of Reading Newspapers

I read newspapers. I think it is necessary for all to read newspapers. Because by reading newspapers we can know the news of the current world. I read both Bangla and English newspapers. Reading newspapers enriches our knowledge. A newspaper is called the storehouse of knowledge. It contains the news of the happenings all over the world. A newspaper publishes the news of various sectors of life. It focuses on politics, economics, business, sports, culture, literature, natural disasters, accident, etc. So reading newspapers is of great importance. A political leader can know the news of world politics, an economist and businessman can know the news of world economy and business respectively. Similarly we can find our favourite news and information in newspapers. We can become conscious of our respective sectors by reading newspapers. For all these reasons, we should read newspapers regularly.

সংবাদপত্র পড়ার গুরুত্ব

আমি খবরের কাগজ পড়ি। আমি মনে করি সবার জন্য সংবাদপত্র পড়া প্রয়োজন। কারণ সংবাদপত্র পড়ে আমরা বর্তমান বিশ্বের খবর জানতে পারি। আমি বাংলা ও ইংরেজি দুটো পত্রিকাই পড়ি। সংবাদপত্র পড়া আমাদের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে। সংবাদপত্রকে বলা হয় জ্ঞানের ভান্ডার। এতে সারা বিশ্বের ঘটনাবলীর খবর থাকে। একটি সংবাদপত্র জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের খবর প্রকাশ করে। এটি রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসা, খেলাধুলা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা ইত্যাদির উপর আলোকপাত করে তাই সংবাদপত্র পড়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন রাজনৈতিক নেতা বিশ্ব রাজনীতির খবর জানতে পারেন, একজন অর্থনীতিবিদ এবং ব্যবসায়ী যথাক্রমে বিশ্ব অর্থনীতি ও ব্যবসার খবর জানতে পারেন। একইভাবে আমরা সংবাদপত্রে আমাদের প্রিয় খবর এবং তথ্য খুঁজে পেতে পারি। আমরা সংবাদপত্র পড়ে নিজ নিজ সেক্টর সম্পর্কে সচেতন হতে পারি। এই সমস্ত কারণে, আমাদের নিয়মিত সংবাদপত্র পড়া উচিত।

A Visit to a Historical Place

Man is not satisfied with what he has seen and known. A visit to a place of historical interest is really interesting and attractive. Dhaka is a place of historical interest. During the last summer vacation, I along with some of my friends, decided to go to Savar to see the National Memorial. Accordingly we fixed a date and started our journey from Gabtali to Savar at 10 a.m. by bus. We reached at the National Memorial just after 45 minute. Actually the National Memorial at Savar is the symbol of the nation's respect for the martyrs of the war of liberation. It contains the history of our independence. It is built with concrete, but made of blood. It stands 150 feet tall. There is actually a series of 7 towers that rise by stages to a height of 150 feet. The foundation was laid on the first anniversary of the victory day. Reaching there we felt a great respect to the freedom fighters who sacrificed their valuable lives for us. We took some snaps taking the view of the memorial. However, we visited the place and the surrounding area for about an hour. The most moving sight of the complex is the several graves of the martyred freedom fighters just close to the tower. However, we left the place paying our glowing tribute to the freedom fighters. Through this visit we experienced a lot.

একটি ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন

মানুষ যা দেখেছে এবং জেনেছে তাতে সে সন্তুষ্ট নয়। ঐতিহাসিক আগ্রহের একটি স্থান পরিদর্শন সত্যিই আকর্ষণীয় এবং আকর্ষণীয়। ঢাকা ঐতিহাসিক আগ্রহের জায়গা। গত গ্রীষ্মের ছুটিতে আমি আমার কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধ দেখতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সেই অনুযায়ী আমরা একটি তারিখ ঠিক করে সকাল ১০টায় বাসে করে গাবতলী থেকে সাভারের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি। আমরা ঠিক ৪৫ মিনিট পর জাতীয় স্মৃতিসৌধে পৌঁছলাম। আসলে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধ মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি জাতির শ্রদ্ধার প্রতীক। এতে রয়েছে আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাস। এটি কংক্রিট দিয়ে তৈরি, তবে রক্ত দিয়ে তৈরি। এটি ১৫০ ফুট লম্বা। এখানে আসলে ৭ টাওয়ারের একটি সিরিজ রয়েছে যা ধাপে ধাপে ১৫০ ফুট উচ্চতায় উঠে যায়। বিজয় দিবসের প্রথম বার্ষিকীতে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। সেখানে পৌঁছে আমরা আমাদের জন্য তাদের মূল্যবান জীবন উৎসর্গকারী মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা অনুভব করি। আমরা স্মৃতিসৌধের দৃশ্য গ্রহণ করে কিছু ছবি নিলাম। যাইহোক, আমরা প্রায় এক ঘন্টা জায়গা এবং আশেপাশের এলাকা পরিদর্শন করেছি। কমপেণ্ডক্সের সবচেয়ে চমকপ্রদ দৃশ্য হল টাওয়ারের একেবারে কাছেই শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের কবর। যাইহোক, আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আমাদের প্রদীপ্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করে স্থান ত্যাগ করি। এই সফরের মাধ্যমে আমরা অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।

A Rickshaw Puller

The man who pulls rickshaw for money is called a rickshaw puller. A rickshaw puller is a familiar person in cities and towns. He generally lives in a slum. Most of the rickshaw pullers have no rickshaws their own. They pull other rickshaws by renting. However, a rickshaw puller is a poor man. His dress is very shabby and dirty. His income is very low. He supports his family through much hardship. He works hard from morning till late night. He is seen carrying passengers in both good and bad weathers. He bargains with his passengers. He demands more when the weather is very hot and foul. Sometimes he tries to cheat passengers. But most often he is cheated by passengers. A rickshaw puller is seen sleeping on his rickshaw under a tree or sitting idly on his rickshaw. Though he drives rickshaw from morning till late night, he leads a very miserable life. His life is full of sorrows and sufferings. He cannot enjoy peace and happiness. If he becomes sick, he cannot drive his rickshaw. As a result, he and his family have to starve. Infact, the services of a rickshaw puller play an importance role in our national life. So we should think about his rights and show respect to them.

একজন রিকশাচালক

যে লোক টাকার জন্য রিকশা চালায় তাকে বলা হয় রিকশাচালক। একজন রিকশাচালক শহর ও শহরে একজন পরিচিত ব্যক্তি। তিনি সাধারণত বস্তিতে থাকেন। অধিকাংশ রিকশাচালকের নিজস্ব কোনো রিকশা নেই। তারা ভাড়া করে অন্য রিকশা টানে। তবে একজন রিকশাচালক গরিব মানুষ। তার পোশাক খুবই জীর্ণ এবং নোংরা। তার আয় খুবই কম। অনেক কষ্টের মধ্যে দিয়ে তিনি সংসার চালান। তিনি সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত পরিশ্রম করেন। তাকে ভালো এবং খারাপ উভয় আবহাওয়ায় যাত্রী বহন করতে দেখা যায়। তিনি তার যাত্রীদের সাথে দর কষাকষি করেন। আবহাওয়া খুব গরম এবং খারাপ হলে তিনি আরও বেশি দাবি করেন। মাঝে মাঝে তিনি যাত্রীদের ঠকানোর চেষ্টা করে। তবে প্রায়শই তিনি যাত্রীদের দ্বারা প্রতারিত হন। একজন রিকশাচালককে তার রিকশায় গাছের নিচে ঘুমাতে বা রিকশায় বসে থাকতে দেখা যায়। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত রিকশা চালালেও তিনি অত্যন্ত দুর্বিষহ জীবনযাপন করেন। তার জীবন দুঃখ-কষ্টে পরিপূর্ণ। তিনি শান্তি ও সুখ উপভোগ করতে পারে না। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি রিকশা চালাতে পারেন না। ফলে তাকে ও তার পরিবারকে অনাহারে থাকতে হয়। প্রকৃতপক্ষে, একজন রিকশাচালকের সেবা আমাদের জাতীয় জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই আমাদের উচিত তার অধিকার সম্পর্কে চিন্তা করা এবং তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।

Pahela Baishakh

Pahela Baishakh is a part and parcel of Bangali culture. It is the first day of Bengali Calendar year. Our people observe this day with great festivities. The Baishakhi Mela which is celebrated this day is perhaps the largest festival of Bangali culture. People from all walks of life enjoy the festival in joyous mood. In villages, people pass the day meeting one another, giving and receiving invitations, enjoying music etc. by local performers and doing many other festive deeds. Businessmen open new books of account this very day which is known as Halkhata. Thus Pahela Baishakh comes every year with great joy and delight. Baishakhi Mela is a part and parcel of Bangali culture. It is perhaps the largest and most comprehensive celebration of the arts and culture of Bangladesh. It is held on the 1st day of the Bangla New Year. The Ramna Batamul is the centre around which New Year celebration has spread around the city and gradually across the country. This festival encompasses exhibition, music, poetry, crafts, photography, theatre etc in the urban area. A Baishakhi Mela is an annual gathering. Men, women and children gather in the Baishakhi Mela in large numbers. Fancy goods, toys, balloons, flutes, sweets and wooden things are mostly sold and children buy them. Circus parties are the common feature of the Baishakhi Mela. They often bring trained small tigers, elephants, monkeys, horses and bears that show funny feats. It is a matter of pride and pleasure that we celebrate our identity mature spirit through Baishakhi Mela.

পহেলা বৈশাখ

পহেলা বৈশাখ বাঙালি সংস্কৃতির একটি অংশ। এটি বাংলা ক্যালেন্ডারে বছরের প্রথম দিন। আমাদের জনগণ এই দিনটিকে অত্যন্ত আনন্দের সাথে পালন করে। এই দিনে পালিত বৈশাখী মেলা সম্ভবত বাঙালি সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় উৎসব। সর্বস্তরের মানুষ আনন্দের সাথে উৎসব উপভোগ করেন। গ্রামগুলোতে লোকেরা একে অপরের সাথে দেখা করে, আমন্ত্রণ করে এবং গ্রহণ করে, স্থানীয় শিল্পীদের সঙ্গীত উপভোগ করে এবং অন্যান্য অনেক উত্সবপূর্ণ কাজ করে। ব্যবসায়ীরা হালখাতা নামে পরিচিত হিসাবের নতুন খাতা খোলেন। এভাবে প্রতি বছর পহেলা বৈশাখ আসে মহা আনন্দ নিয়ে। বৈশাখী মেলা বাঙালি সংস্কৃতির একটি অংশ। এটি বাংলাদেশের শিল্প ও সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে ব্যাপক উদযাপন। এটি বাংলা নববর্ষের ১ম দিনে অনুষ্ঠিত হয়। রমনা বটমূল হল সেই কেন্দ্র যার চারপাশে নববর্ষ উদযাপন শহর এবং ধীরে ধীরে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এই উৎসবে শহর এলাকায় প্রদর্শনী, সঙ্গীত, কবিতা, কারুশিল্প, ফটোগ্রাফি, থিয়েটার ইত্যাদির আয়োজন হয়।একটি বৈশাখী মেলা একটি বার্ষিক সমাবেশ। বৈশাখী মেলায় নারী-পুরুষ ও শিশুরা বিপুল সংখ্যক ভিড় জমায়। অভিনব জিনিসপত্র, খেলনা, বেলুন, বাঁশি, মিষ্টি এবং কাঠের জিনিস বেশির ভাগই বিক্রি হয় এবং শিশুরা কিনে নেয়। সার্কাস পার্টি বৈশাখী মেলার সাধারণ বৈশিষ্ট্য। তারা প্রশিক্ষিত ছোট বাঘ, হাতি, বানর, ঘোড়া এবং ভালুক নিয়ে আসে যা মজার কৃতিত্ব দেখায়। এটা গর্বের ও আনন্দের বিষয় যে বৈশাখী মেলার মাধ্যমে আমরা আমাদের পরিচয় পরিপক্ক চেতনা উদযাপন করছি।

The International Mother Language Day

The International Mother Language Day is an important day in the history of Bangladesh. Formerly it was known as 'Language Martyrs' Day', but now it has been recognized internationally as the 'International Mother Language Day' on 17 November, 1999 by UNESCO. At present, this day is observed all over the world to show love for mother tongue. In our country it is observed as a national mourning day. This is the day on which a lot of young Bengalis laid down their lives to uphold the right of their mother language. Salam, Barkat, Rafique, Zabbar including others were shot dead in the language movement procession against the illegal ruling party of Pakistan. Every year we observe the day with profound solemnity and great respect for the martyrs. Early in the morning the whole nation comes to the martyrs' monument to pay homage and due respect to the departed souls . People of all walks of life come here bare-footed in procession and offer flowers and wreaths to show honour to the martyrs. The people there keep silent for some minutes in honour and remembrance of the language martyrs. Government and non-government organizations arrange programmes to celebrate the day. Prayer is held in public prayer halls throughout the country for the salvation of the martyrs. This day inspire the people to love their mother language. We should do everything to save the honour of our mother language.

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। পূর্বে এটি 'ভাষা শহীদ দিবস' নামে পরিচিত ছিল, কিন্তু এখন এটি টঘউঝঈঙ কর্তৃক ১৭ নভেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসাবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হয়েছে। বর্তমানে সারা বিশ্বে মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা জানাতে এই দিবসটি পালিত হয়। আমাদের দেশে এটি জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এটি সেই দিন যেদিন অনেক তরুণ বাঙালি তাদের মাতৃভাষার অধিকার সমুন্নত রাখতে প্রাণ দিয়েছিল। পাকিস্তানের অবৈধ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ভাষা আন্দোলনের মিছিলে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ আরও কয়েকজনকে গুলি করে হত্যা করা হয়। প্রতি বছর আমরা শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও গভীর শ্রদ্ধার সাথে দিবসটি পালন করি। ভোরবেলা গোটা জাতি শহীদদের স্মৃতিস্তম্ভে শ্রদ্ধা জানাতে ও বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আসে। সর্বস্তরের মানুষ এখানে মিছিলে খালি পায়ে আসে এবং শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ফুল ও পুষ্পস্তবক অর্পণ করে। ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা ও স্মরণে কিছু মিনিট নীরবতা পালন করেন সেখানকার মানুষ। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো দিবসটি উদযাপনে নানা কর্মসূচির আয়োজন করে। শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় সারাদেশে সর্বসাধারণের নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। এই দিনটি জনগণকে তাদের মাতৃভাষাকে ভালবাসতে অনুপ্রাণিত করে। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় সব কিছু করা উচিত।

May Day Or International Workers' Day

May 1st is internationally observed as May Day. It is also called the International Workers' Day. The day is observed to commemorate the historic struggle of working people. The day is observed in most of the countries of the world. The day has a historical background. At present, the workers enjoy some privileges such as minimum wages, safety laws and eight hours workday. All these came out for the sacrifice of the workers in 1886. From the beginning of Industrial Revolution, people worked very long shifts in factories. They had to work upto fourteen or even more hours a day. This is why, in the 1880s the workers called an eight hours' workday movement. Workers of all classes joined the movement and called for a strike. On May 3, 1886 police fired on a crowd of strikers of the McComic Harvest Machine Company, Chicago. They killed at least one striker, five or six strikers were wounded seriously and an undetermined number of strikers were injured. If the workers did not stand up and demand their rights, they would continue to be exploited. So, the day is of much importance for the working people all around the world.

মে দিবস বা আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস

১লা মে আন্তর্জাতিকভাবে মে দিবস হিসেবে পালন করা হয়। একে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসও বলা হয়। শ্রমজীবী মানুষের ঐতিহাসিক সংগ্রামের স্মরণে দিবসটি পালন করা হয়। বিশ্বের অধিকাংশ দেশে দিবসটি পালিত হয়। দিবসটির একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে।

বর্তমানে, শ্রমিকরা ন্যূনতম মজুরি, নিরাপত্তা আইন এবং আট ঘণ্টা কর্মদিবসের মতো কিছু সুবিধা ভোগ করে। এগুলো ১৮৮৬ সালে শ্রমিকদের আত্মত্যাগের জন্য বেরিয়ে এসেছিল। শিল্প বিপ্লবের শুরু থেকে, লোকেরা কারখানায় দীর্ঘ শিফটে কাজ করত। তাদের দিনে চৌদ্দ বা তারও বেশি ঘণ্টা কাজ করতে হতো। এই কারণেই, ১৮৮০-এর দশকে শ্রমিকরা আট ঘন্টা কর্মদিবস আন্দোলনের ডাক দেয়। সকল শ্রেণীর শ্রমিকরা আন্দোলনে যোগ দেয় এবং ধর্মঘটের ডাক দেয়। ৩ মে, ১৮৮৬ শিকাগোর ম্যাককমিক হারভেস্ট মেশিন কোম্পানির স্ট্রাইকারদের ভিড়ের উপর পুলিশ গুলি চালায়। তারা কমপক্ষে একজন হরতালকারীকে হত্যা করে, পাঁচ বা ছয়জন হরতালকারী গুরুতরভাবে আহত হয় এবং অনির্ধারিত সংখ্যক হরতালকারী আহত হয়েছিল। শ্রমিকরা তাদের অধিকারের দাবিতে না দাঁড়ালে শোষিত হতেই থাকবে। তাই সারা বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের কাছে দিনটির গুরুত্ব অনেক বেশি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: নিচের এই প্যারাগ্রাফগুলোর অনুবাদ খুব শীঘ্রই আপডে করা হবে।

Importance of Sports

Sports are used as a metaphor for competitive struggle of life. They are also a great source of entertainment. They turn our monotonous life into a joyful one. Not too many things are so exciting in our life as sports. The importance of sports in our life is undeniable. Sports teach people life skills like teamwork, team spirit, leadership, patience and willpower. Additionally, sports teach accountability, dedication, and problem-solving skills. Sports boost self-esteem. Sports strengthen a body and make it active through exercise. We know, a sound mind lies in a sound body. Sports keep our body sound and mind cheerful. They also prevent various kinds of diseases. In this way, sports help us stay fit both mentally and physically. Our mind remains refreshed and we can have a healthy mind only when we have a healthy body. Great achievements come our way when we maintain our physical and mental well- being. The benefits of sports include improved heart condition, lower risks of stroke, diabetes and weight management, reduced blood pressure, stress relief, strong immune system and good sleep. Sports can also battle anxiety and depression. Again, a sports venue is a meeting place of different types of people. Thus, sports develop a sense of friendliness or brotherhood among people. Moreover, success in any sport is a source of national pride. It earns name and fame not only for a person but also for a nation. As the impact of sports on our life is paramount, we should engage ourselves in sports from our early life.

Importance of Female Education

Female education has now become a burning question in developing countries. We are the citizens of a civilized world. A nation can be powerful by educating all of her citizens. If the female education is neglected, a nation will not prosper. Education is a fundamental right of human beings. In the past, the rate of female education in our country was very low, but now it is increasing day by day. Still in our rural areas, the rate of this progress is insufficient. Here, due to social prejudice, many parents are reluctant to send their daughters to schools. Some parents marry them off before completing their secondary education. Early marriage, family restrictions, gender discrimination etc. are actively working as the main barriers to female education. Poverty, illiteracy, social prejudice etc. are the reasons behind it. However, we must not forget that every girl is a future mother and a child starts learning from its mother. Educated women can perform more important roles for the development of a country. So, their education is important. Government has taken a number of steps such as providing stipend, tiffin, learning materials etc. to ensure female education. Free education for girls up to their graduation has also been introduced. If it continues, the problems with female education will disappear.

Importance of Moral Values

Moral values are the principles and ethics that help human beings live a decent life. By following moral values, we live a life of virtue. They also help us live a life of righteousness and virtue. We feel glad when we are moral because we do not fear punishment and retribution for doing immoral acts. If we have moral values in us, we can also inspire others to lead a life of righteousness and virtue. The two major moral values are honesty and truthfulness. When we are honest and truthful, we can have a society free from corruption and violence. Consequently, peace will dominate in that society. Again, to respect other people, their views and opinions are also a type of moral value. If we want to live in peace, we must value others' choices and opinions. Opinions and views may differ but we cannot engage ourselves in fight and quarrel regarding this. We should also do our duties that we have for our parents, family members, teachers, and the people of the society. More importantly, we have to love our country. We should not do anything that degrades or harms the honor of our country. In order to be an asset to the society as well as the country, we must realize the importance of moral values and sustain it in us.

Significance of Liberation War

The Liberation War bears a great significance in the history of Bangladesh because it marks the long struggle of the Bengali people for independence and self-determination. The oppressive rule imposed upon the Bengali people by the rulers of the then West Pakistan created a widespread discontent among them. So, they waged a nine month long bloody war against the oppressive rulers of Pakistan to get rid of the chains of oppression and exploitation. The war lasted for nine months and resulted in the birth of Bangladesh as a sovereign state. This great victory allowed the Bengali people to govern themselves according to their own will and aspirations. There were trails of destruction all over the country due to war. But the victory in the war emboldened the people of Bangladesh to rebuild the war torn country. It made them resolved to strive for a better future. The war instilled a sense of unity and patriotism among the people. It is also a symbol of resilience and courage for the future generations. The Liberation War will continue to remind the people of Bangladesh of the struggles and sacrifices of the freedom fighters, and thus make them learn to protest against oppression and injustice.

The Significance of the Language or, Movement in Bangladesh

The Language Movement of 1952 in Bangladesh holds profound significance. It is far beyond the defense of linguistic rights. That is why it laid the foundation for Bengali nationalism and the eventual emergence of an independent state. Initially, it was sparked by the Pakistani government's attempt to impose Urdu as the only state language. Then, the movement quickly evolved into a symbol of cultural resistance and the demand for recognition of the Bengali identity. The deaths of student protesters on February 21, 1952, became a rallying point for unity across East Pakistan. It created a sense of solidarity that exceeded class and social divisions. The movement was success in making Bengali one of the state languages of Pakistan. It inspired greater political consciousness among Bengalis. They began to challenge the political, economic, and cultural dominance of West Pakistan. This struggle ultimately led to the independence of Bangladesh in 1971. It was recognized as the key turning point in the broader fight for self- determination. Today, it continues to be celebrated as a victory for language rights and as the birth of the nation's journey toward freedom.

The Significance of the Cultural or, Heritage of Bangladesh

The cultural heritage of Bangladesh holds immense significance. It showcases the nation's rich history, diverse traditions, and strong identity. Rooted in a history spanning thousands of years, the country's heritage reflects the influences of Buddhist, Hindu, and Muslim civilizations. The UNESCO World Heritage Sites like the ancient city of Bagerhat and the Buddhist Vihara at Paharpur symbolize Bangladesh's architectural and religious depth. Traditional arts such as Nakshi Kantha (embroidered quilts), boat races, and the Baul folk songs preserve the spirit of rural life. Festivals like Pohela Boishakh, the Bengali New Year, Nabanna, etc. unite people across the country. They emphasize the cultural bond that links generations. These diverse elements of Bangladesh's cultural heritage not only foster national pride but also connect its people to their roots. It offers valuable insights into their history and way of life.

Causes of Price Hike

There are certain causes behind price hike in Bangladesh. The first and foremost cause is over population. Being a small country, it cannot produce enough food for its increasing population. Thus, inadequate agricultural output and inadequate industrial production are causing price hike. Another factor which causes price hike is less agricultural production due to natural disasters. Secondly, when syndicates of suppliers, sellers and extortionists decide to create a shortfall, price of commodities increases. When things are not supplied as per demand, their prices increase. Smuggling and black marketing are also responsible for price hike. Corruption of such levels go unpunished many times, which fuels the continuity of price-spiral. Thirdly, man-made crisis is another cause for the rise of the price of commodities. Some dishonest people store essential commodities with a view to making a huge profit. This causes a sharp decrease in the supply of commodities in the market, and as a result, prices increase. Moreover, the increasing of the prices of commodities also depends on international market. High-priced imports are also a prime cause of price spiral. Lastly, at present, anarchy and unawareness are also hugely responsible for increasing price of the commodities.

Uses and Abuses of Facebook

Facebook is arguably one of the greatest and the most wonderful inventions of modern technology. It is a social networking website intended to connect friends, family, and business associates. Users are able to search for friends and acquaintances by e- mail address, school, university, or just by typing a name or location for search. E-mail notifications let users know when new friends have chosen to add them to their list or when someone has sent a message to them within the system. A popular feature on Facebook is the ability to share photographs uploaded from a phone, camera, or hard drive. As with other private information, users have the option to allow only friends to see their pictures or anyone. There is an unlimited amount of storage available, which is a major advantage of Facebook's photograph sharing capabilities. But it is now almost equally used and abused. Many young boys and girls become addicted to it and give more time on it than to studies. Again, sometimes privacy is not ensured.

Few immoral people post obscene pictures. Seeing these pictures, the tender minds of the youngsters are severely damaged. A long term bad effect can be seen in those adolescents. Besides, various crimes are being committed through it. In fact, it gives us entertainment but it should not be turned into a national obsession encouraging narcissism. Despite these few bad sides of

Facebook, it has great importance for communication in modern era. So, we all should take all possible steps so that this blessing may not turn into a curse.

How to Prevent Heatstroke

Heatstroke is a form of hyperthermia in which the body temperature is elevated dramatically. It usually occurs during extended heat waves, especially when they are accompanied by high humidity. Heatstroke results from prolonged exposure to high temperatures, usually in combination with dehydration, which leads to failure of the body's temperature control system. However, heatstroke is preventable. Several steps can be implemented to prevent heatstroke during hot weather. Firstly, maintaining proper hydration is essential. Secondly, we have to drink lots of water and refrain from drinking alcohol or caffeine, as they can lead to dehydration. Thirdly, to assist our body in regulating its temperature, it is important to wear lightweight, loose-fitting, and light-coloured clothes. Fourthly, to ensure comfort and safety, it is necessary to remain indoors during the highest temperature hours, usually from 10 a.m. to 4 p.m. We have to utilize fans or air conditioning systems for a cooler environment. Fifthly, when spending time outside, it is crucial to take regular rest and refrain from engaging in physical labour. Besides we can use sunscreen to avoid sunburn, which may impede the body's capacity to regulate temperature. Finally, we have to identify the initial indications of heat exhaustion, such as heavy sweating, weakness, and lightheadedness, and take immediate action-resting and hydrating. By following these steps, we can easily prevent the risk of heatstroke.

Environment Pollution

The surrounding in which a person, animal or plant lives is called environment. There are many elements in our environment. Air, water, soil, plants, animals, etc. are such elements. They are essential for the environment as well as human beings. These elements should be sound for our sound living. But when they are polluted and their essential balance is disrupted, this phenomenon is known as environmental pollution. Nowadays, almost everywhere, our environment is being seriously polluted. In many places in our country, the environment has become extremely polluted. We are responsible for this severe pollution. Industries and factories emit a huge amount of smoke, gases and fume. Motor vehicles also emit a large amount of smoke and gases. All these pollute air seriously and polluted air is very harmful to us. Water is polluted due to the dumping of industrial wastes and by chemical fertilizers and insecticides which are washed away into rivers and canals. Due to the indiscriminate use of vehicle horns, loudspeakers, mikes, etc., the sound is polluted. Soil is polluted by harmful chemical fertilizers and insecticides. Besides, people are cutting down trees at random. All these are causing environmental pollution. Consequently, man becomes sick, the number of animals and fishes is decreasing, global warming is increasing, polar icecaps are melting, frequent floods are occurring and so on. We all should be aware of this harmful pollution and take effective measures to check it.

Deforestation

Deforestation refers to the cutting and burning down of forests at random. It is just the opposite of the concept of tree plantation. In a word, it is the destruction of trees and plants in our environment. It has many adverse effects on our environment and our life. It destroys the ecological balance of our environment and our life. Due to deforestation, many species of birds and animals have already been extinct and many of them are faced with the threat of extinction. Because of deforestation, it does not rain adequately and this causes long-term drought. This drought may turn the whole

country into a desert. Apart from this, deforestation also hampers our agricultural production. In fact, our environment is going to be uninhabitable for deforestation. However, there is a way to save ourselves and our environment from it and that is, we should start a mass campaign for tree plantation. For this, we should raise awareness among the mass people about the adverse sides of deforestation as well as about the importance of tree plantation. My suggestion, in this regard, is that we should plant at least one tree every month and if we cut one, we should plant three. I think each man or woman, old or young should come forward and plant at least one tree to save our existence.

Uses and Abuses of Mobile Phone

We live in the age of science and technology. Mobile phone is one of the wonderful inventions of modern science and technology. Mobile phone is a scientific device by which we can communicate with others. This communication system is operated without any wire. We cannot imagine a day without mobile phone. Nowadays, especially the students are very prone to absorb the demerits of mobile phone. They sometimes keep chatting and wasting their time with their friends when they are supposed to be at their desk to study. Though people are getting benefits, mobile phone sometimes becomes the cause of health hazards. It causes brain tumours, genetic damage and many other health issues. But it is a matter of great regret that most people are not aware of the disadvantages of mobile phone. The blood pressure becomes high and red blood cells get damaged if a person is continuously exposed to radiation caused by cellular phone. Using cellular phone is also harmful for the pregnant women. So, the government should raise public awareness on using mobile phone by children and pregnant women. If mobile phone is used in a controlled way, it will do more benefit to us.

Dengue Fever

Dengue is a painful and debilitating mosquito-borne disease. It is borne by the Aedes mosquito. Tropical areas, like Indian Sub-continent, Southeast Asia, Southern China, Taiwan, the Pacific Islands, the Caribbean, Mexico, Africa, Central and South America are the most vulnerable areas of the world where Dengue Fever is likely to occur. Symptoms of Dengue usually begin four to six days after infection and last up to ten days. Symptoms may include sudden high fever, severe headache, pain behind the eyes, severe joint and muscle pain, fatigue, nausea, vomiting, skin rash and mild bleeding. These symptoms may progress to massive bleeding, shock, and death. Unfortunately, till today, there is no specific treatment for dengue infection. Doctors generally suggest the infected people to take rest and drink plenty of fluids. One of the effective ways to prevent Dengue Fever is to prevent bites by infected mosquitoes. The best way to lessen the risk of Dengue infection is to reduce the production of Aedes mosquito. We can do that by taking effective measures such as keeping our living places and neighbourhoods clean. However, it is interesting to know that the Aedes mosquito requires just one teaspoon of water to lay its eggs and for the larvae to fully develop into adult mosquitoes. That is, it can practically breed in any place where clean stagnant water is available. So, we must not let water be clogged and accumulated so that Aedes mosquitoes cannot breed.

A Rainy Day

A rainy day is the day when it rains heavily or drizzles all day long. It is dull and gloomy. The sky remains overcast with black clouds. The sun is hardly visible. Gusty wind blows from all sides. Birds keep standing on branches of trees or keep quiet in their nests. Cattle remain in their sheds

and bellow for the fodder. Water stands here and there. Unpitched roads become muddy and slippery. Passers-by have to walk with umbrella over their head, shoes in hand and pants folded up to the knee. Sometimes people slip and fall on the muddy road. In cities, a rainy day is now a horror. The roads and streets in some towns and cities get flooded. Vehicles are seen stranding in knee-deep water in some areas due to water clogging. It causes gridlock across the city. It is a day of trouble and annoyance to the office-going people. They have to suffer from various inconveniences. But for the school going children, it is a delight to have a rainy day. If it rains heavily before their school time, they get a holiday. Sometimes, children, especially the boys play football in the rainwater in the nearly fields. A rainy day is a curse for the poor. The day labourers cannot go out for work and hence, they have to suffer a lot. However, I pass the day by listening to music, watching TV or reading journals. In short, a rainy day is a day little of pleasure but lot pain.